وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا ١١١

১১১। ওয়া লাও আন্নানা- নাযযাল্না~ইলাইহিমুল মালা—ইকাতা ওয়া কাল্লামাহুমুল মাওতা- ওয়া হাশারনা-
(১১১) যদি আমি তাদের নিকট ফিরিশতা প্রেরণ করতাম এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বলতো এবং সকল (অদৃশ্য) বস্তুকে

عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ

'আলাইহিম কুল্লা শাইয়িন্ কুবুলাম্ মা- কা-নূ লিইয়ু'মিনূ~ইল্লা~আইঁ ইয়াশা—আল্লা-হু ওয়া লা-কিন্না
তাদের সামনে একত্রিত করতাম (তবুও) তারা ঈমান আনত না। কিন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন (তা ভিন্ন কথা)। তাদের

اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ١١٢ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ

আক্ছারাহুম ইয়াজ্হালূন। ১১২। ওয়া কাযা-লিকা জা'আল্না- লিকুল্লি নাবিইয়্যিন 'আদুওওয়ান্ শাইয়া-ত্বীনাল্
অধিকাংশই অশিক্ষিত। (১১২) এমনিভাবে আমি সৃষ্টি করেছি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু হিসেবে, কতক খবিস মানুষ

الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۭ

ইন্সি ওয়াল্ জ্বিন্নি ইউহী বা'দুহুম ইলা- বা'দ্বিন্ যুখ্রুফাল্ ক্বাওলি গুরূরা- ;
ও জ্বিনকে। তারা প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চমকদার কথা দ্বারা কুমন্ত্রণা দেয়। যদি আপনার প্রতিপালক চাইতেন ; তবে তারা এ কাজ করতো না।

وَلَوْ شَاۗءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ١١٣ وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ

ওয়া লাও শা—আ রাব্বুকা মা- ফা'আলূহু ফাযারহুম ওয়া মা- ইয়াফ্তারূন। ১১৩। ওয়া লিতাস্বগা~ইলাইহি আফ্ইদাতুল্
সুতরাং আপনি তাদেরকে এবং তাদের বানানো মিথ্যাগুলো বর্জন করুন। (১১৩) আর (তাদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য) যাতে এর প্রতি আকৃষ্ট হয় তাদের অন্তর,

الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ١١٤

লাযীনা লা- ইয়ু'মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি ওয়ালিইয়ারদ্বাওহু ওয়ালিইয়াক্তারিফূ মা- হুম মুক্তারিফূন।
যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং যাতে তারা তা পছন্দ করে নেয়। আর তারাও যেন সে কাজে লিপ্ত থাকে যা তারা করছে।

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۭ ١١٤

১১৪। আফা গাইরাল্লা-হি আব্তাগী হাকামাওঁ ওয়া হুওয়াল্ লাযী~আন্যালা ইলাইকুমুল কিতা-বা মুফাস্স্বালা -;
(১১৪) তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ফয়সালাকারী হিসেবে তালাস করব? অথচ তিনিই তোমাদের কাছে সু-স্পষ্ট কিতাব প্রেরণ

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا

ওয়াল্ লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল কিতা-বা ইয়া'লামূনা আন্নাহূ মুনায্যালুম মির রাব্বিকা বিল্হাক্কি ফালা-
করেছেন। আর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, নিশ্চয়ই তা আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে।

✪ **বিশ্লেষণ** (আঃ ১১২) ঃ ولو شاء ربك ما فعلوه (যদি তোমার প্রতিপালক চাইতেন তবে তারা এ কাজ করতো না)। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা শয়তানের কুমন্ত্রণা, প্রতারণা ও সকল প্রকার কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিতে ক্ষমতাবান। কিন্তু তা করবেন না। কেননা, এ রকম করা তাঁর নিয়ম-নীতির বহির্ভূত কাজ। এটা তিনি তাঁর নিজ ইচ্ছার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। এর হিকমত তিনিই ভাল জানেন। ✪ **টীকা** (আঃ ১১২) ঃ অর্থাৎ শয়তানেরা একে অন্যকে অলীক ও মিথ্যা সাজান কথা শিখায়ে থাকে। দুনিয়ার প্রতি আশক্ত নাফরমান লোকেরা তা শুনে শয়তানের এ সাজান কথার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তা-ই তাদের ভাল লাগে। অতঃপর আর তারা কুফর ও ফিস্ক হতে বিরত হয় না। (ফাওয়ায়েদে ওসমানী)

تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝١١٤ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ

তাকূনান্না মিনাল্ মুম্তারীন। ১১৫। ওয়া তাম্মাত্ কালিমাতু রাব্বিকা স্বিদ্ক্বাওঁ ওয়া 'আদলা- ; লা-মুবাদ্দিলা
সুতরাং আপনি সন্দেহকারীদের মধ্যে হবেন না (১১৫) আপনার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে পূর্ণাংগ। তাঁর বাণীর

لِكَلِمَٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝١١٥ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ

লিকালিমা-তিহ্, ওয়া হুওয়াস্ সামী'উল 'আলীম। ১১৬। ওয়াইন্ তুত্বি' আক্ছারা মান্ ফিল আরদ্বি
কেউ পরিবর্তনকারী নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী (১১৬) যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চলেন তবে

يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ○

ইউদ্বিল্লূকা 'আন্ সাবীলিল্লা-হ ; ইইঁ ইয়াত্তাবি'উনা ইল্লায্যান্না ওয়া ইন্হুম ইল্লা- ইয়াখ্রুস্বূন।
তারা আপনাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিভ্রান্ত করবে। তারাতো শুধু নিজ ধারণার উপর চলে এবং তারা শুধু ধারণা ভিত্তিক কথা বলে।

۝١١٦ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

১১৭। ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আ'লামু মাইঁ ইয়াদ্বিল্লু 'আন্ সাবিলিহ্, ওয়া হুওয়া আ'লামু বিল্ মুহ্তাদীন।
(১১৭) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তা ভালভাবেই জানেন কে তাঁর রাস্তা থেকে পথভ্রষ্ট হয় এবং তিনি তাও ভালভাবে জানেন কে তার পথে চলে।

۝١١٧ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ ۝١١٨ وَمَا

১১৮। ফাকুলূ মিম্মা-যুকিরাস্ মুল্লা-হি 'আলাইহি ইন্ কুন্তুম্ বিআ-ইয়া-তিহী মু'মিনীন। ১১৯। ওয়া মা-
(১১৮) যে পশুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা থেকে খাও, যদি তোমরা তাঁর নির্দেশসমূহে বিশ্বাসী হয়ে থাক। (১১৯) তোমাদের

لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ

লাকুম আল্লা- তা'কুলূ মিম্ মা- যুকিরাস্ মুল্লা-হি 'আলাইহি ওয়া ক্বাদ্ ফাস্বস্বালা লাকুম্ মা- হার্ররামা
কি হলো যে, যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাবে না? অথচ আল্লাহ বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেছেন যা তোমাদের প্রতি হারাম

عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ

'আলাইকুম ইল্লা- মাদ্বত্বুরিরতুম ইলাইহ ; ওয়া ইন্না কাছীরাল লাইউদ্বিল্লূনা বিআহ্ওয়া—ইহিম
করা হয়েছে। কিন্তু সে সময়ের কথা ভিন্ন যখন তোমরা উপায়হীন হয়ে যাবে। আর অনেক লোক মূর্খতাবশতঃ অন্যাকে পথভ্রষ্ট

بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝١١٩ وَذَرُوا ظَٰهِرَ الْإِثْمِ

বিগাইরি 'ইল্ম ; ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিল মু'তাদীন। ১২০। ওয়া যারূ য্বা-হিরাল ইছ্মি
করে নিজ ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা দ্বারা। নিশ্চয় আপনার প্রভু সীমালংঘনকারীদেরকে ভালভাবে জানেন। (১২০) তোমরা প্রকাশ্য

○ **শানে নুযূল (আঃ ১১৯) ঃ** পারস্য দেশীয় অগ্নি-পূজক কাফিরদের সাথে মক্কার কাফিরদের বন্ধুত্ব ছিল। তারা মক্কায় লিখে পাঠাল, তোমাদের সে নিরক্ষর নবীকে জিজ্ঞাসা কর "এটা কেমন ধর্ম! নিজেদের যবেহ্কৃত জীব খেতেছ, আর আল্লাহ্ তা'আলা যে জীবকে মারেন, তা খাও না।" এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতসমূহ নাযিল করেন। আল্লাহ তা'আলার নামে যবেহ্কৃত জীব তাঁর নামের বরকতে ও প্রবাহিত রক্ত নিঃসরণে পাক ও হালাল। স্বাভাবিক মৃত্যুতে রক্ত নিঃসরণ হয় না, আর দেবদেবীর নামে বলী দেয়া জীবে আল্লাহ্ তা'আলার নাম থাকে না, সুতরাং এটা হারাম। (মুঃ কোঃ)

وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ۝

ওয়া বা-তিনাহ ; ইন্নাল্লাযীনা ইয়াক্সিবূনাল ইছমা সাইউজ্‌যাওনা বিমা- কা-নূ ইয়াক্বতারিফূন।

ও অপ্রকাশ্য গুনাহ বর্জন কর। নিশ্চয় যারা গুনাহ করে তাদেরকে অতিশীঘ্রই তাদের কৃত গুনাহের শাস্তি দেয়া হবে।

۝١٢١ وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ

১২১। ওয়ালা- তা'কুলূ মিম্মা- লাম ইউয্‌কারিস্‌মুল্লা-হি 'আলাইহি ওয়া ইন্নাহূ লাফিস্‌ক্ব ; ওয়া ইন্নাশ্ শাইয়া-ত্বীনা

(১২১) আর তোমরা তা খেয়োনা যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি। আর তা অবশ্যই পাপ। আর নিশ্চয় শয়তান তার বন্ধুদেরকে

لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ

লাইয়ূহূনা ইলা~আওলিয়া—ইহিম লিইয়ুজা-দিলূকুম, ওয়া ইন্ আত্বা'তুমূহুম ইন্নাকুম

প্ররোচনা দেয় যেন তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে। যদি তোমরা তাদের কথামত চল, তবে অবশ্যই তোমরা মুশরিক

لَمُشْرِكُوْنَ ۝١٢٢ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ ১৪ ع ১১ ১ রুকূ

লামুশ্‌রিকূন। ১২২। আওয়া মান্ কা-না মাইতান্ ফাআহ্‌ইয়াইনা-হু ওয়া জ্বা'আল্‌না- লাহূ নূরাই ইয়াম্‌শী বিহী

হয়ে যাবে। (১২২) যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং আমি তাকে এক আলো দিয়েছি যা দ্বারা সে

فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ

ফিন্ না-সি কামাম্ মাছালুহূ ফিয্‌যুলুমা-তি লাইসা বিখা-রিজ্বিম্ মিন্‌হা-; কাযা-লিকা যুইয়্যিনা

মানুষের মাঝে চলা-ফেরা করছে, সে ব্যক্তি কি তার ন্যায়, যে আঁধারের মাঝে রয়েছে এবং যে তা থেকে বের হতে পারছেনা? এরূপে

لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٢٣ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ

লিল কা-ফিরীনা মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১২৩। ওয়া কাযা-লিকা জ্বা'আল্‌না- ফী কুল্লি ক্বার্‌ইয়াতিন আকা-বিরা

কাফিরদের নিকট তাদের কাজগুলো শোভন করে দেখানো হয়েছে। (১২৩) এরূপে আমি প্রতিটি জনপদে সেখানের শীর্ষস্থানীয় অপরাধীদেরকে

مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ؕ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

মুজ্বরিমীহা- লিয়াম্‌কুরূ ফীহা; ওয়া মা- ইয়ামকুরূনা ইল্লা- বিআন্‌ফুসিহিম ওয়া মা- ইয়াশ্'উরূন।

নেতা বানিয়েছি যাতে তারা সেখানে চক্রান্ত করে। কিন্তু তারা শুধু তাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, অথচ তারা বুঝতে পারে না।

۝١٢٤ وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ

১২৪। ওয়া ইযা- জ্বা—আত্‌হুম আ-ইয়াতুন্ ক্বা-লূ লান্ নু'মিনা হাত্তা- নু'তা-মিছ্‌লা- মা~উতিয়া

(১২৪) যখন তাদের কাছে কোন আয়াত আসে, তখন তারা বলে, আমরা কখনো ঈমান আনব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে তা না দেয়া হবে যা

✪ মাসআলা (আঃ ১২১) ঃ (যার উপর আল্লাহর নাম না নেয়া হয়েছে তা খেয়োনা) যে জানোয়ার বা পাখী কিংবা অন্য কোন হালাল জন্তু জবেহ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর নাম লওয়া হয় না, উক্ত জানোয়ার খাওয়া হালাল হবে না; বরং তা হারাম। তবে যদি কোন মুসলমান ভুলক্রমে বিস্‌মিল্লাহ ছেড়ে দেয়, তবে জবেহকৃত বস্তু খাওয়া হালাল হবে। আর বাকী সর্ব অবস্থায় হারাম হবে। (ইবনে কাছীর)

✪ শানে নুযূল (আঃ ১২৩) ঃ একদিন আবু জাহাল রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে উদ্ধত্য আচরণ করেছিল। হামযা (রা) শিকারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে এই উদ্ধত্য আচরণের কথা শুনলেন। তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে তৎক্ষণাৎ আবু জাহালের নিকট গেলেন এবং ধনুক দ্বারা তাঁর মাথায় জোরে আঘাত করলেন ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। এ সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (তাঃ কাদেরী)

رُسُلُ اللّٰهِ ؔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا

রুসুলুল্লা-হ ; আল্লা-হু আ'লামু হাইছু ইয়াজ্‌'আলু রিসা-লাতাহ ; সাইউস্বীবুল্‌ লাযীনা আজ্‌রামূ

আল্লাহর রাসূলগণকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব কোথায় রাখবেন তা তিনি ভালভাবেই জানেন। যারা চক্রান্তের

صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٥﴾ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ

স্বাগা-রুন 'ইনদাল্লা-হি ওয়া 'আযা-বুন্‌ শাদীদুম্‌ বিমা- কা-নূ ইয়াম্‌কুরূন। ১২৫। ফামাইঁ ইয়ুরিদিল্লা-হু

জন্য গুনাহ করেছে অতিশীঘ্র তাদের ওপর আল্লাহর তরফ হতে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি পৌছবে। (১২৫) যাকে আল্লাহ সঠিক পথ

اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ

আইঁ ইয়াহ্‌দিয়াহূ ইয়াশ্‌রাহ্‌ স্বাদ্‌রাহূ লিল্‌ ইস্‌লা-ম, ওয়া মাইঁ ইউরিদ্‌ আইঁ ইয়ুদ্বিল্লাহূ ইয়াজ্‌'আল্‌ স্বাদ্‌রাহূ

প্রদর্শন করতে চান তার অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার অন্তরকে অত্যন্ত

ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى

দ্বাইয়্যিক্বান হারাজান্‌ কাআন্নামা- ইয়াস্বস্বা'য়্যাদু ফিস্‌ সামা—ই ; কাযা-লিকা ইয়াজ্‌'আলুল্লা-হুর্‌ রিজ্‌সা 'আলাল

সংকীর্ণ করে দেন। মনে হয় যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। এরূপে আল্লাহ শাস্তি প্রদান করেন

الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٦﴾ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ

লাযীনা লা- ইয়ু'মিনূন। ১২৬। ওয়া হা-যা- স্বিরাতু রাব্বিকা মুস্‌তাক্বীমা ; ক্বাদ্‌ ফাস্বস্বাল্‌নাল্‌ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ

অবিশ্বাসীদের উপর। (১২৬) এটাই তোমার প্রতিপালকের সরল পথ। নিশ্চয়ই আমি স্পষ্টভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেছি, উপদেশ

يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٧﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

ইয়ায্‌যাক্কারূন। ১২৭। লাহুম দা-রুস্‌ সালা-মি 'ইন্দা রাব্বিহিম ওয়া হুওয়া ওয়ালিয়্যুহুম্‌ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন।

গ্রহণকারীদের জন্য। (১২৭) তাঁদের জন্য তাঁদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে শান্তির ঘর। তিনিই তাঁদের অভিভাবক, তাঁদের আমলের কারণে।

﴿١٢٨﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ

১২৮। ওয়া ইয়াওমা ইয়াহশুরুহুম জ্বামী'আ, ইয়া-মা'শারাল জ্বিন্নি ক্বাদিস্‌ তাক্‌ছার্‌তুম্‌ মিনাল ইন্‌স,

(২৮) যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং বলবেন, হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষের মধ্য হতে অনেককেই তোমাদের দলে নিয়েছিলে

وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا

ওয়া ক্বা-লা আওলিয়া—উহুম্‌ মিনাল ইন্‌সি রাব্বানাস্‌ তামতা'আ বা'দ্বুনা- বিবা'দ্বিওঁ ওয়া বালাগ্‌না~আজ্বালানাল

এবং তাদের বন্ধুরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একে অপরের থেকে লাভবান হয়েছি এবং এখন আমরা এসে পৌছেছি সে নির্ধারিত

○ টীকা (আঃ ১২৫) ঃ সাহাবাদের মধ্যে কেউ হুযূর (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "বুদ্ধিমান মুমেন কে?" তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি মৃত্যুকে খুব বেশী স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তীকালের জন্য খুব প্রস্তুতি নেয়।" আবার জিজ্ঞাসা করা হল, "বক্ষ প্রশস্ত হয় কিরূপে?" বললেন, "সীনার মধ্যে এক নূরের উদ্ভব হয়, তাতে সীনা প্রশস্ত ও মুক্ত হয়ে যায়।" আবার কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, "এর কোন লক্ষণ আছে কি? যদ্দারা সেই নূরের উৎপত্তি বুঝা যায়।" বললেন, "আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ, দুনিয়া হতে বিকর্ষণ এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি, এটার লক্ষণ।" আর 'বক্ষ সঙ্কীর্ণ হওয়ার" অর্থ হেদায়াতের প্রতি সীনা মুক্ত না হওয়া আর ঈমান উহার মধ্যে না যাওয়া।-(ইঃ কাঃ)

الَّذِيٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ إِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ

লাযী~আজ্জাল্‌তা লানা-; ক্বা-লান্ না-রু মাছ্‌ওয়া-কুম খা-লিদীনা ফীহা~ইল্লা- মা- শা—আল্লা-হ ;
সময়ে, যা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলে। আল্লাহ বলবেন, তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম- সেখানে চিরকাল থাকবে। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ভিন্ন।

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٩﴾ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا

ইন্না রাব্বাকা হাকীমুন 'আলীম। ১২৯। ওয়া কাযা-লিকা নুওয়াল্লী বা'দ্বায্ব য্বা-লিমীনা বা'দ্বাম বিমা- কা-নূ
নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (১২৯) এরূপে আমি অত্যাচারীদের কতককে কতকের নিকটে রাখব, তাদের

يَكْسِبُوْنَ ﴿١٣٠﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ ১৫ ع ৮ ২ রুঃ

ইয়াক্‌সিবূন। ১৩০। ইয়া- মা'শারাল জ্বিন্নি ওয়াল্ ইন্‌সি আলাম্ ইয়া'তিকুম রুসুলুম্ মিন্‌কুম ইয়াক্বুস্বস্বূনা
কৃতকর্মের কারণে। (১৩০) হে জ্বীন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য হতে কি রাসূল আসেনি যাঁরা তোমাদের

عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى أَنْفُسِنَا

'আলাইকুম আ-ইয়া-তী ওয়া ইউন্‌যিরূনাকুম লিক্বা—আ ইয়াওমিকুম হা-যা-; ক্বা-লূ শাহিদ্‌না- 'আলা~আন্‌ফুসিনা-
কাছে আমার আয়াত বর্ণনা করতেন ও তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে, আমরা আমাদের নিজেদের

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝

ওয়া গার্‌রাত্‌হুমুল হ্বাইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়া শাহিদূ 'আলা~আন্‌ফুসিহিম আন্নাহুম কা-নূ কা-ফিরীন।
(অপরাধের) সাক্ষ্য দিচ্ছি। আর তাদেরকে পার্থিব জীবন ধোঁকায় ফেলেছিল এবং তারা তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফির ছিল।

﴿١٣١﴾ ذٰلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣٢﴾ وَلِكُلٍّ

১৩১। যা-লিকা আল্‌লাম ইয়াকুর্ রাব্বুকা মুহ্‌লিকাল ক্বুরা- বিয্বুল্‌মিওঁ ওয়া আহ্‌লুহা- গা-ফিলূন। ১৩২। ওয়া লিকুল্লিন্
(১৩১) তা এ কারণে যে, আপনার প্রতিপালক কোন জনপদের অধিবাসীকে অত্যাচারের কারণে এমনাবস্থায় ধ্বংস করেন না যখন তারা এ ব্যাপারে অনবহিত থাকে। (১৩২) প্রত্যেকেরই

دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٣﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ

দারাজা-তুম মিম্মা- 'আমিলূ ; ওয়ামা- রাব্বুকা বিগা-ফিলিন 'আম্মা ইয়া'মালূন। ১৩৩। ওয়া রাব্বুকাল্ গানিইয়্যু
তার কর্ম অনুযায়ী মর্যাদা রয়েছে। তোমার প্রতিপালক তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অনবহিত নন। (১৩৩) তোমার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী,

ذُو الرَّحْمَةِ ۗ إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ

যুর্ রাহ্‌মাহ ; ইয়ঁ ইয়াশা' ইউয্‌হিব্‌কুম ওয়া ইয়াস্‌তাখ্‌লিফ্ মিম্ বা'দিকুম্ মা- ইয়াশা—উ কামা~
দয়াময়। তিনি যদি চান, তবে তোমাদেরকে সরিয়ে তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের জায়গায় বসিয়ে দিতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে

أَنْشَأَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٤﴾ إِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ أَنْتُمْ

আন্‌শাআকুম্ মিন্ যুর্‌রিইয়্যাতি ক্বাওমিন্ আ-খারীন। ১৩৪। ইন্না মা- তূ'আদূনা লাআ-তিওঁ ওয়া মা~আন্তুম্
সৃষ্টি করেছেন অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে। (১৩৪) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা করা হয়, তা অবশ্যই আসবে এবং তা তোমরা ব্যর্থ

بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٥﴾ قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ

বিমু'জিযীন। ১৩৫। কুল্ ইয়া- ক্বাওমি'মালূ 'আলা- মাকা-নাতিকুম ইন্নী 'আ-মিল, ফাসাওফা

করতে পারবে না। (১৩৫) বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থার উপর কাজ করতে থাক। আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা

تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ وَجَعَلُوا۟

তা'লামূনা মান্ তাকূনু লাহূ 'আ-ক্বিবাতুদ্ দা-র ; ইন্নাহূ লা-ইউফলিহুয্ য্বা-লিমূন। ১৩৬। ওয়া জ্বা'আলূ

অচিরেই জানতে পারবে, কার শেষফল কল্যাণময় হবে। নিশ্চয়ই অত্যাচারীরা কখনই সফলকাম হবে না। (১৩৬) আর আল্লাহ যে

لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَٰمِ نَصِيبًا فَقَالُوا۟ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا

লিল্লা-হি মিম্মা- যারাআ মিনাল্ হার্‌ছি ওয়াল্ আন্'আ-মি নাস্বীবান্ ফাক্বা-লূ হা-যা- লিল্লা-হি বিযা'মিহিম ওয়া হা-যা-

ক্ষেত ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তারা তার থেকে এক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহর

لِشُرَكَآئِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ

লিশুরাকা—ইনা, ফামা-কা-না লিশুরাকা—ইহিম ফালা- ইয়াস্বিলু ইলাল্লা-হ, ওয়া মা- কা-না লিল্লা-হি ফাহুওয়া ইয়াস্বিলু ইলা-

জন্য এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্য। যা তাদের দেবতাদের অংশ, তা আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না আর যা আল্লাহর অংশ তা

شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٧﴾ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ

শুরাকা—ইহিম ; সা—আ মা-ইয়াহ্‌কুমূন। ১৩৭। ওয়া কাযা-লিকা যাইয়্যানা লিকাছীরিম্ মিনাল মুশ্‌রিকীনা ক্বাত্‌লা

দেবতাদের নিকট পৌঁছায়। তাদের রায় কতইনা নিকৃষ্ট। (১৩৭) এরূপে বহু মুশরিকদের দৃষ্টিতে তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা সুশোভিত করেছে

أَوْلَٰدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا۟ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ

আওলা-দিহিম শুরাকা—উহুম লিইউর্‌দূহুম ওয়া লিইয়াল্‌বিসূ 'আলাইহিম দীনাহুম ; ওয়ালাও শা—আল্লা-হু

তাদের দেবতারা। যাতে তাদের পতন ঘটাতে পারে এবং তাদের ধর্মকে তাদের কাছে সন্দেহ যুক্ত করে দিতে পারে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা এসব করত না।

مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوا۟ هَٰذِهِۦٓ أَنْعَٰمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ق

মা- ফা'আলূহু ফাযারহুম ওয়ামা- ইয়াফ্‌তারূন। ১৩৮। ওয়া ক্বা-লূ হা-যিহী~আন্'আ-মুওঁ ওয়া হারছুন হিজ্‌রুল্

সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যাকথাগুলো নিয়ে থাকতে দিন। (১৩৮) তারা তাদের ধারণা মতে বলে, এসব চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত নিষিদ্ধ। আমরা যাকে

لَّا يَطْعَمُهَآ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَٰمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَٰمٌ لَّا يَذْكُرُونَ

লা-ইয়াত্ব'আমুহা~ইল্লা- মান্ নাশা—উ বিযা'মিহিম ওয়া আন্'আ-মুন হুররিমাত যুহূরুহা- ওয়া আন্'আ-মুল লা-ইয়ায্‌কুরূনাস্

ইচ্ছা করি সে ছাড়া অন্য কেউ এসব খেতে পারবে না এবং কতক চতুষ্পদ জন্তুর পৃষ্ঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কতক চতুষ্পদ জন্তু, যার উপর

০ শানে নুযূল (আঃ ১৩৬) ঃ আরবের মুশরেকরা উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক আল্লাহর জন্য এবং অপর অর্ধাংশ দেবতার জন্য নির্ধারণ করত। এরূপে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুও ভাগ করে কতক আল্লাহর জন্য এবং কতক দেবতার জন্য নির্ধারণ করত। আল্লাহর অংশ মেহমান এবং গরীবদেরকে দান করত। আর দেবতার অংশ প্রতিবেশী ও চারক-নকরদেরকে দিত। আল্লাহর অংশ উত্তম হলে দেবতার অংশের সাথে বদল করত। আর দেবতার অংশ উত্তম হলে তদবস্থায়ই রাখত এবং বলত, আল্লাহ ধনী, তাঁর অংশে নিকৃষ্ট হলে ক্ষতি নাই। আর আল্লাহর অংশ হতে কিছু জিনিস দেবতার অংশের সাথে মিলে গেলে সবটুকু দেবতার জন্য রাখত এবং বলত, এরা অভাবী। তাদের এই আচরণই আল্লাহ এই আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। (বঃ কোঃ)

اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون (١٣٩) وقالوا

মাল্লা-হি 'আলাইহাফ্ তিরা—আন্ 'আলাইহ ; সাইয়াজ্‌যীহিম্ বিমা- কা-নূ ইয়াফ্‌তারূন। ১৩৯। ওয়া ক্বা-লূ
(যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয় না। এদ্বারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ উদ্দেশ্য। আল্লাহ শীঘ্রই তাদেরকে এ মিথ্যারোপের প্রতিফল দিবেন। (১৩৯) এবং তারা

ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا

মা-ফী বুত্বুনি হা-যিহিল আন্'আ-মি খা-লিস্বাতুল্ লিযুকূরিনা- ওয়া মুহাররামুন 'আলা~আয্‌ওয়া-জ্বিনা,
একথাও বলে, এসব চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভে যা আছে তা (খাওয়া) আমাদের পুরুষের জন্য হালাল এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম। আর যদি তা মৃত হয়, তবে

وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم

ওয়া ইঁই ইয়াকুম মাইতাতান্ ফাহুম ফীহি শুরাকা—উ ; সাইয়াজ্‌যীহিম ওয়াস্বফাহুম; ইন্নাহূ হাকীমুন 'আলীম।
তাতে সকলে অংশীদার। তাদের এরূপ ভ্রান্ত উক্তির প্রতিফল আল্লাহ শীঘ্রই তাদেরকে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানী।

(١٤٠) قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله

১৪০। ক্বাদ্ খাসিরাল্লাযীনা ক্বাতালূ~আওলা-দাহুম সাফাহাম্ বিগাইরি 'ইলমিওঁ ওয়া হার্‌রামূ মা- রাযাক্বাহুমুল্লা-হুফ্
(১৪০) নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা তাদের সন্তানদেরকে কোন যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই মূর্খতা বশতঃ হত্যা করেছে এবং হারাম করে নিয়েছে, সেসব খাদ্য যা

افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين (١٤١) وهو الذي انشا جنت

তিরা—আন্ 'আলাল্লা-হ ; ক্বাদ্ দ্বাল্লূ ওয়ামা- কা-নূ মুহ্‌তাদীন। ১৪১। ওয়া হুওয়াল্‌লাযী~আন্‌শাআ জান্না-তিম্
তাদেরকে আল্লাহ দান করেছেন, শুধু আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপের জন্য; নিশ্চয়ই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা সঠিক পথ প্রাপ্তও ছিল না। (১৪১) তিনিই (আল্লাহ)

معروشت وغير معروشت والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون

মা'রূশা-তিওঁ ওয়া গাইরা মা'রূশা-তিওঁ ওয়ান্ নাখ্‌লা ওয়ায্ যার'আ মুখ্‌তালিফান উকুলুহূ ওয়ায্ যাইতূনা
যিনি সৃষ্টি করেছেন বাগানসমূহ মাচার উপর বিস্তৃত এবং মাচার উপর বিস্তৃত নয় এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ যুক্ত খাদ্য শস্য, যয়তুন

والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه

ওয়ার্ রুম্মা-না মুতাশা-বিহাওঁ ওয়া গাইরা মুতাশা-বিহ ; কুলূ মিন্ ছামারিহী~ইযা~আছ্‌মারা ওয়া আ-তূ হাক্কাহূ
এবং আনার। এগুলো একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলদার হয় তখন তার ফল খাও এবং ফল তোলার দিন তার হক দিয়ে দাও

يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين (١٤٢) ومن الانعام

ইয়াওমা হাস্বা-দিহ, ওয়ালা- তুস্‌রিফূ ; ইন্নাহূ লা-ইয়ুহিব্বুল মুস্‌রিফীন। ১৪২। ওয়া মিনাল আন্'আ-মি
এবং তোমরা অপচয় করোনা। আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না। (১৪২) এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য হতে

حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوت الشيطن انه

হামূলাতাওঁ ওয়া ফার্‌শা ; কুলূ মিম্মা- রাযাক্বাকুমুল্লা-হু ওয়ালা- তাত্তাবি'উ খুত্বুওয়া-তিশ্ শাইত্বা-ন ; ইন্নাহূ
কতক ভারবাহী বিশিষ্ট এবং কতক ক্ষুদ্র দেহ বিশিষ্ট। আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছেন তা খাও। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।

এক চতুর্থাংশ ◔ ১৬ ع ৩ রুকু

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٣﴾ ثَمٰنِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ

লাকুম 'আদুওউম্ মুবীন। ১৪৩। ছামা-নিয়াতা আয্ওয়া-জ্ব, মিনাদ দ্বা'নিছ্ নাইনি ওয়া মিনাল মা'যিছ্

নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৪৩) (সৃষ্টি করেছেন) আটটি জোড়া (নর ও মাদী)। ভেড়া থেকে দুটি ও ছাগল থেকে

اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ

নাইন ; কুল আ—য্ যাকারাইনি হার্‌রামা আমিল্ উন্‌ছাইয়াইনি আম্মাশ্ তামালাত্ 'আলাইহি আর্‌হা-মুল

দুটি। বলুন, আল্লাহ কি নিষিদ্ধ করেছেন নর দুটি বা মাদী দুটি, অথবা মাদী দুটির পেটে যে বাচ্চা

الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صٰدِقِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ

উন্‌ছাইয়াইন ; নাব্বিউনী বি'ইল্‌মিন্ ইন্ কুন্‌তুম স্বা-দিক্বীন। ১৪৪। ওয়া মিনাল ইবিলিছ্‌নাইনি

আছে তা? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ জানাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৪৪) আর (সৃষ্টি করেছেন) উটের মধ্যে দু'প্রকার

وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ

ওয়া মিনাল বাক্বারিছ্‌নাইন ; কুল আ—য্ যাকারাইনি হার্‌রামা আমিল উন্‌ছাইয়াইনি আম্মাশ্ তামালাত 'আলাইহি

এবং গরুর মধ্যে দু'প্রকার। বলুন, তিনি কি নিষিদ্ধ করেছেন নর দুটি বা মাদী দুটি অথবা যা আছে মাদী দুটির গর্ভে? তোমরা

أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصّٰكُمُ اللَّهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ

আর্‌হা-মুল উন্‌ছাইয়াইন ; আম কুন্‌তুম শুহাদা—আ ইয্ ওয়াস্স্বা-কুমুল্লা-হু বিহা-যা, ফামান আয্‌লামু মিম্ মানিফ্

কি তখন উপস্থিত ছিলে? যখন আল্লাহ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দান করেন, তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে,

افْتَرٰى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবাল্ লিইয়ুদ্বিল্লান্ না-সা বিগাইরি 'ইল্‌ম ; ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়াহ্‌দিল ক্বাওমায্

যে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বিনা প্রমাণে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন না

১৭ ع ৪ রুকূ الظّٰلِمِينَ ﴿١٤٥﴾ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا

য্বা-লিমীন। ১৪৫। কুল্‌লা~আজ্বিদু ফী মা~উহ্বিয়া ইলাইয়্যা মুহার্‌রামান 'আলা- ত্বা-'ইমিঁই ইয়াত্ব'আমুহূ~ইল্লা~

অত্যাচারী সম্প্রদায়কে। (১৪৫) বলুন, আমার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যে নির্দেশাবলী পৌঁছেছে তাতে লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাইনি, কিন্তু তা

أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا

আইঁ ইয়াকূনা মাইতাতান আও দামাম্ মাস্‌ফূহ্বান আও লাহ্বমা খিন্‌যীরিন্ ফাইন্নাহূ রিজ্বসুন আও ফিস্‌ক্বান

ব্যতীত, যেগুলো হবে মৃত বা প্রবাহমান রক্ত, অথবা শূকরের মাংস। কেননা, নিশ্চয়ই তা অপবিত্র অথবা অবৈধ যবেহ, যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম

أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

উহিল্লা লিগাইরিল্লা-হি বিহ্, ফামানিদ্ব তুর্‌রা গাইরা বা-গিঁও ওয়ালা 'আ-দিন্ ফাইন্না রাব্বাকা গাফূরুর্ রাহ্বীম।

উচ্চারণ করা হয়। তবে কেউ যদি উপায়হীন হয়ে, অবাধ্য ও সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হয়, তবে আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا

১৪৬। ওয়া 'আলাল্লাযীনা হা-দূ হ্বাররামনা- কুল্লা যী যুফুর, ওয়া মিনাল বাক্বারি ওয়াল গানামি হ্বাররামনা-

(১৪৬) এবং ইয়াহুদীদের উপর আমি নিষিদ্ধ করেছিলাম সকল নখবিশিষ্ট জন্তু এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও নিষিদ্ধ

عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ

'আলাইহিম শুহূমাহুমা ~ইল্লা- মা-হ্বামালাত যুহূরুহুমা ~আবিল হ্বাওয়া-ইয়া ~আও মাখতালাত্বা বি'আযম ;

করেছিলাম। তবে এগুলোর পৃষ্ঠে বা নাড়ি ভুঁড়িতে অথবা হাড্ডিতে যে চর্বি মিলিত আছে তা ব্যতীত। তাদেরকে

ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ

যা-লিকা জ্বাযাইনা-হুম্ বিবাগ্ইহিম ওয়া ইন্না- লাস্বা-দিকূন। ১৪৭। ফাইন্ কাযযাবূকা ফাক্বুর রাব্বুকুম

আমি এ শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার জন্য। আমি অবশ্যই সত্যবাদী। (১৪৭) অতঃপর যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে; তবে বলুন, তোমাদের

ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُولُ

যূরাহ্মাতিওঁ ওয়া-সি'আহ্, ওয়ালা-ইউরাদ্দু বা'সুহূ 'আনিল ক্বাওমিল মুজ্বরিমীন। ১৪৮। সাইয়াকূলুল্

প্রতিপালক বিশাল রহমতের মালিক। অপরাধী লোকদের হতে তাঁর শাস্তি সরানো হয় না। (১৪৮) যারা শিরক করেছে

الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ

লাযীনা আশ্রাকূ লাও শা—আল্লা-হু মা ~আশ্রাক্না- ওয়ালা ~আ-বা—উনা-ওয়ালা- হ্বাররামনা-মিন্ শাইয়;

তারা অচিরেই বলবে, আল্লাহর যদি ইচ্ছা হতো তবে আমরা শিরক করতাম না, আর আমাদের পিতৃ পুরুষগণও করতো না এবং কোন কিছুই হারাম

كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ

কাযা-লিকা কাযযাবাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম হ্বাত্তা- যা-ক্বূ বা'সানা ; কুল হাল 'ইনদাকুম্

করতাম না। এরূপে তাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করে। আপনি বলুন, তোমাদের কাছে কি কোন

مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

মিন 'ইল্মিন্ ফাতুখ্রিজূহু লানা-; ইন্ তাত্তাবি'ঊনা ইল্লায্ যান্না ওয়া ইন্ আনতুম ইল্লা- তাখ্রুস্বূন।

প্রমাণ আছে? (যদি থাকে) তা আমার সামনে প্রকাশ কর। তোমরা শুধু নিজ ধারণারই অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু আনুমানিক কথা বল।

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلُمَّ

১৪৯। কুল্ ফালিল্লা-হিল হুজ্জাতুল্ বা-লিগাহ্, ফালাও শা—আ লাহাদা-কুম আজ্মা'ঈন। ১৫০। কুল হালুম্মা

(১৪৯) আপনি বলুন, পরিপূর্ণ প্রমাণ তো আল্লাহরই; আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন। (১৫০) বলুন, তোমাদের

شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا

শুহাদা—আকুমুল্ লাযীনা ইয়াশ্হাদূনা আন্নাল্লা-হা হাররামা হা-যা-, ফাইন শাহিদূ ফালা-

সাক্ষীগণকে উপস্থিত কর, যারা এই সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়ও তবু আপনি তাদের

تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

তাশ্‌হাদ্ মা'আহুম, ওয়ালা- তাত্তাবি' আহ্‌ওয়া —আললাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-য়া-তিনা- ওয়াললাযীনা লা-ইয়ু'মিনূনা
সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। আর আপনি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না। যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে এবং পরকালে বিশ্বাস করে না এবং

بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

বিল আ-খিরাতি ওয়া হুম বিরাব্বিহিম ইয়া'দিলূন। ১৫১। কুল তা'আ-লাও আত্‌লু মা-হার্‌রামা রাব্বুকুম 'আলাইকুম
তাদের প্রতিপালকের সাথে সমকক্ষ স্থির করে। (১৫১) বলুন, তোমরা আস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদেরকে

أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

আল্লা- তুশরিকূ বিহী শাইআও ওয়া বিল্ ওয়া-লিদাইনি ইহ্‌সা-না-, ওয়ালা- তাক্বতুলূ~আওলা-দাকুম্
পাঠ করে শুনাই। তা হলো- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আর তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না

مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ

মিন্ ইম্‌লা-ক্ ; নাহ্‌নু নারযুকুকুম ওয়া ইয়্যা-হুম, ওয়ালা- তাক্বরাবুল্ ফাওয়া-হিশা মা-যাহারা
দারিদ্রতার ভয়ে। আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকেও রিযক দিয়ে থাকি। আর কোন অশ্লীল কাজের কাছেও যাবে না, চাই তা প্রকাশ্য হোক বা

مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ

মিন্‌হা- ওয়া মা- বাত্বান, ওয়ালা-তাক্বতুলুন্ নাফ্‌সাললাতী হার্‌রামাল্লা-হু ইল্লা-বিল হাক্বক্ব ; যা-লিকুম
গোপনই হোক। আর আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করো না, কিন্তু ন্যায়ভাবে হলে ভিন্ন কথা। তিনি

وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي

ওয়াস্ব স্বা-কুম্ বিহী লা'আল্লাকুম তা'কিলূন। ১৫২। ওয়ালা- তাক্বরাবূ মা-লাল ইয়াতীমি ইল্লা- বিল্লাতী
তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা বুঝতে পার। (১৫২) আর তোমরা সদুদ্দেশ্য ছাড়া, এতীমদের সম্পত্তির

هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ

হিয়া আহ্‌সানু হাত্তা- ইয়াবলুগা আশুদ্দাহ, ওয়া আওফুল্ কাইলা ওয়াল্ মীযা-না বিল্ কিস্‌ত্ব,
নিকটবর্তী হয়ো না যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, এবং পরিমাপ ও ওযন ন্যায়ভাবে পূর্ণ করবে। আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ

লা-নুকাল্লিফু নাফ্‌সান ইল্লা- উস্'আহা, ওয়া ইযা- কুলতুম ফা'দিলূ ওয়া লাও কা-না যা-কুরবা-,
কষ্ট দেইনা। যখন তোমরা (মীমাংসা বা সাক্ষ্যের ব্যাপারে) কথা বল; তখন ন্যায্য কথা বল যদিও সে হয় তোমার আত্মীয়, এবং

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَٰذَا

ওয়া বি'আহ্‌দিল্লা-হি আওফূ ; যা-লিকুম ওয়াস্বস্বা-কুম্ বিহী লা'আল্লাকুম তাযাক্কারূন। ১৫৩। ওয়া আন্না হা-যা-
আল্লাহর কাছে যে অঙ্গীকার করেছ তা পূর্ণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে এসব নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (১৫৩) এটাই হল আমার

১৮ পারা ৮ রুকু

صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط

স্বিরা-ত্বী মুস্তাক্বীমান্ ফাত্তাবি'উহ, ওয়ালা- তাত্তাবি'উস্ সুবুলা ফাতাফার্‌রাক্বা বিকুম 'আন্ সাবীলিহ ;
সরল পথ। সুতরাং তোমরা এ পথের অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথে চলো না, তবে তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।

ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٤﴾ ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى

যা-লিকুম ওয়াস্বস্বা-কুম্ বিহী লা'আল্লাকুম তাত্তাকুন। ১৫৪। ছুম্মা আ-তাইনা- মূসাল কিতা-বা তামা-মান্ 'আলাল
এরূপে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও। (১৫৪) অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, পুন্যবানদের প্রতি (অনুগ্রহ)

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ

লাযী~আহ্‌সানা ওয়া তাফ্‌স্বীলাল্ লিকুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহ্‌মাতাল্ লা'আল্লাহুম বিলিক্বা—ই রাব্বিহিম
পরিপূর্ণ করার জন্য, প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত নির্দেশ বর্ণনা করার জন্য এবং হিদায়াত ও রহমতের জন্য। যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত বিষয়ে বিশ্বাস

يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٥﴾ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ ১৯ ع ৪ ৬ রুঃ

ইউ'মিনূন। ১৫৫। ওয়া হা-যা- কিতা-বুন আন্‌যালনা-হু মুবা-রাকুন্ ফাত্তাবি'উহু ওয়াত্তাকু লা'আল্লাকুম তুরহামূন।
করে। (১৫৫) এ কিতাব (কুরআন) আমি কল্যাণময় করে অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সংযমী হও। যাতে তোমারা দয়া প্রাপ্ত হতে পার।

﴿١٥٦﴾ اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ص وَاِنْ كُنَّا

১৫৬। আন্ তাক্বুলূ~ইন্নামা~উন্‌যিলাল্ কিতা-বু 'আলা-ত্বা—ইফাতাইনি মিন্ ক্বাব্‌লিনা-, ওয়া ইন্ কুন্না-
(১৫৬) হয়তো তোমরা বলতে পার যে, কিতাবতো শুধু আমাদের পূর্বের দু'দলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আমরা তার পঠন-পাঠন সম্পর্কে

عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٧﴾ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى

'আন্ দিরা-সাতিহিম লাগা-ফিলীন। ১৫৭। আও তাক্বূলূ লাও আন্না~উন্‌যিলা 'আলাইনাল্ কিতা-বু লাকুন্না~আহ্‌দা-
অনবহিত ছিলাম। (১৫৭) অথবা বলে বস যে, যদি আমাদের প্রতি কোন কিতাব অবতীর্ণ হতো, তবে অবশ্যই আমরা তাদের চেয়ে অধিক সঠিক পথে

مِنْهُمْ ج فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ج فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ

মিন্‌হুম, ফাক্বাদ্ জা—আকুম বাইয়্যিনাতুম মির্ রাব্বিকুম ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহ্‌মাহ. ফামান্ আয্বলামু মিম্ মান
থাকতাম। সুতরাং এখনতো তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, হিদায়াত ও দয়া এসেছে। সুতরাং সে ব্যক্তির চেয়ে বড় অত্যাচারী

كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ط سَنَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا

কায্‌যাবা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয়া স্বাদাফা 'আন্‌হা- ; সানাজ্‌যিল্‌লাযীনা ইয়াস্বদিফূনা 'আন্ আ-ইয়া-তিনা-
আর কে আছে, যে আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে এবং তা থেকে ফিরে থাকে? অতিশীঘ্র আমি তাদেরকে জঘন্য শাস্তি দিব, যারা

سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٨﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ

সূ—আল্ 'আযা-বি বিমা- কা-নূ ইয়াস্বদিফূন। ১৫৮। হাল্ ইয়ানযুরূনা ইল্লা~আন্ তা'তিয়াহুমুল্
আমার আয়াত থেকে ফিরে থাকবে, তাদের এ ফিরে থাকার কারণে। (১৫৮) তারা কি শুধু এ প্রতীক্ষায়ই আছে যে, তাদের কাছে

الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ

মালা—ইকাতু আও ইয়া'তিয়া রাব্বুকা আও ইয়া'তিয়া বা'দু আ-য়া-তি রাব্বিক ; ইয়াওমা ইয়া'তী বা'দু

আসবে ফিরিশতা অথবা স্বয়ং আপনার প্রতিপালক বা আপনার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন? যেদিন আপনার

اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ

আ-ইয়া-তি রাব্বিকা লা-ইয়ানফা'উ নাফ্সান ঈমা-নুহা- লাম্ তাকুন্ আ-মানাত্ মিন্ ক্বাব্লু আও কাসাবাত্

প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি বা যে তার ঈমানের মধ্যে

فِىْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿۱۵۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ

ফী~ঈমা-নিহা- খাইরা- ; কুলিন্ তাযিরু~ইন্না- মুন্তাযিরূন। ১৫৯। ইন্নাল্লাযীনা ফার্‌রাকূ দীনাহুম

নেক আমল অর্জন করেনি। বলুন, তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও অপেক্ষা করছি। (১৫৯) নিশ্চয়ই যারা তাদের দ্বীনকে

وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ ؕ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ

ওয়া কা-নূ শিয়া'আল্ লাস্তা মিন্হুম ফী শাইয় ; ইন্নামা~আম্রুহুম ইলাল্লা-হি ছুম্মা

আলাদা করেছে এবং নানা দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহর দায়িত্বে।

يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۱۶۰﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ

ইউনাব্বিউহুম্ বিমা- কা-নূ ইয়াফ্'আলূন। ১৬০। মান্ জ্বা—আ বিল্হাসানাতি ফালাহূ 'আশ্রু আম্ছা-লিহা-,

অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন। (১৬০) কেউ কোন পুণ্য কাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۱۶۱﴾ قُلْ اِنَّنِىْ

ওয়া মান্ জ্বা—আ বিস্ সাইয়্যিআতি ফালা- ইউজ্বযা~ইল্লা- মিছ্লাহা- ওয়া হুম লা-ইউজ্বলামূন। ১৬১। কুল ইন্নানী

এবং কেউ কোন মন্দ কাজ করলে সে ততটুকুই শাস্তি পাবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না। (১৬১) আপনি বলুন,

هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ

হাদা-নী রাব্বী~ইলা- স্বিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম, দীনান্ ক্বিয়ামাম্ মিল্লাতা ইব্রা-হীমা হানীফা-,

আমাকে আমার প্রতিপালক সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, যা সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ।

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۶۲﴾ قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ

ওয়া মা- কা-না মিনাল মুশ্রিকীন। ১৬২। কুল ইন্না স্বালা-তী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়া-ইয়া

আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন না। (১৬২) আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার ইবাদাত, আমার জীবন,

وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶۳﴾ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا

ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। ১৬৩। লা- শারীকা লাহ ; ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু ওয়া আনা-

আমার মৃত্যু সব আল্লাহর জন্যই, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (১৬৩) তাঁর কোন শরীক নেই। আমাকে এ আদেশই করা হয়েছে এবং আমিই সর্বপ্রথম

أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا

আওওয়ালুল্ মুস্লিমীন। ১৬৪। কুল আগাইরাল্লা-হি আব্গী রাব্বাওঁ ওয়া হুওয়া রাব্বু কুল্লি শাইয় ; ওয়ালা-
মান্যকারী। (১৬৪) আপনি বলুন, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিপালক হিসেবে তালাস করব? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক। আর

تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ

তাক্সিবু কুল্লু নাফ্সিন ইল্লা- 'আলাইহা-, ওয়ালা- তাযিরু ওয়া-যিরাতুওঁ ওয়িয্রা উখ্রা-; ছুম্মা ইলা-
প্রত্যেকেই যা আমল করবে তা তারই দায়িত্বে এবং কেউ অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমরা সকলে তোমাদের

رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِي

রাব্বিকুম মার্জ্বি'উকুম ফাইউনাব্বিউকুম্ বিমা- কুন্তুম ফীহি তাখ্তালিফূন। ১৬৫। ওয়া হুওয়াল্লাযী
প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করেছিলে। (১৬৫) তিনিই

جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ

জ্বা'আলাকুম খালা—ইফাল্ আর্দ্বি ওয়া রাফা'আ বা'দ্বাকুম ফাওক্বা বা'দ্বিন্ দ্বারাজ্বা-তিল্ লিইয়াব্লুওয়াকুম
তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন,

فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

ফী মা~আ-তা-কুম ; ইন্না রাব্বাকা সারী'উল 'ইক্বা-বি ওয়া ইন্নাহূ লাগাফূরুর্ রাহীম।
ঐ সকল বিষয়ে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

অর্ধাংশ ◐ ২০ ع ১১/১৬ ৭ রুকূ

الٓمّٓصٓ ﴿١﴾ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

১। আলিফ লা-ম্‌-মী—ম্‌ স্বোয়া—দ। ২। কিতা-বুন উন্‌যিলা ইলাইকা ফালা- ইয়াকুন ফী স্বাদ্‌রিকা হারাজুম্‌ মিন্‌হু
(১) আলিফ-লা-মীম স্বাদ (২) এটি একটি কিতাব যা আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। যেন আপনার অন্তরে এ সম্পর্কে কোন সংকীর্ণতা না থাকে এর দ্বারা ভীতি

لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾ اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

লিতুন্‌যিরা বিহী ওয়া যিক্‌রা- লিল্‌ মু'মিনীন। ৩। ইত্তাবি'উ মা~উন্‌যিলা ইলাইকুম্‌ মির রাব্বিকুম
প্রদর্শনের ব্যাপারে। আর ঈমানদারদের জন্য এটি উপদেশ। (৩) তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তোমরা অনুসরণ কর।

وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾ وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا

ওয়ালা-তাত্তাবি'উ মিন্‌ দূনিহী~আওলিয়া—আ ; ক্বালীলাম্‌ মা-তাযাক্কারূন। ৪। ওয়াকাম্‌ মিন্‌ ক্বারইয়াতিন আহ্‌লাকনা-হা-
আর আল্লাহ ছাড়া অন্য বন্ধুদের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ মেনে থাক। (৪) বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের

فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَآئِلُوْنَ ﴿٤﴾ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ

ফাজ্বা—আহা- বা'সুনা- বাইয়া-তান্‌ আও হুম ক্বা—ইলূন। ৫। ফামা- কা-না দা'ওয়া-হুম ইয্‌ জা—আহুম্‌
উপর আমার শাস্তি এসেছিল রাতের বেলা, অথবা দুপুরে বিশ্রামের সময়। (৫) যখন তাদের উপর আমার শাস্তি এসেছিল তখন তাদের মুখ হতে শুধু একথাই বের

بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾ فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ

বা'সুনা~ইল্লা~আন্‌ ক্বা-লূ~ইন্না- কুন্না- স্বা-লিমীন। ৬। ফালানাস্‌আলান্নাল্‌ লাযীনা উরসিলা ইলাইহিম
হয়েছিল, নিশ্চয়ই আমরা অত্যাচারী। (৬) অতঃপর যাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল আমি তাদের কাছে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব এবং রাসূলগণকেও

وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦﴾ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ﴿٧﴾

ওয়া লানাস্‌আলান্নাল্‌ মুরসালীন। ৭। ফালানাকুস্বস্বান্না 'আলাইহিম্‌ বি'ইলমিও ওয়ামা- কুন্না- গা—ইবীন।
জিজ্ঞাসা করব। (৭) তারপর আমি স্বজ্ঞানে বর্ণনা করব, তাদের নিকট (তাদের আমলসমূহ)। আর আমিতো অবিদিত ছিলাম না।

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ۨ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨﴾

৮। ওয়াল্‌ ওয়াযনু ইয়াওমাইযিনিল হাক্বক্ব, ফামান্‌ ছাক্বুলাত্‌ মাওয়া-যীনুহূ ফাউলা—ইকা হুমুল মুফ্‌লিহূন।
(৮) এবং সেদিন ওজন সঠিকভাবেই হবে। সেদিন যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا

৯। ওয়া মান্‌ খাফ্‌ফাত্‌ মাওয়া-যীনুহূ ফাউলা—ইকাল্‌ লাযীনা খাসিরূ~আন্‌ফুসাহুম্‌ বিমা- কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা-
(৯) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, কারণ তারা আমার আয়াতের হক নষ্ট

يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۭ

ইয়াযলিমূন। ১০। ওয়া লাক্বাদ্‌ মাক্বকান্না-কুম ফিল্‌ আর্‌যি ওয়া জ্বা'আল্‌না- লাকুম ফীহা- মা'আ-ইশ ;
করতো। (১০) নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাসের ব্যবস্থা করেছি এবং সেথায় তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি।

قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰۗىِٕكَةِ

ক্বালীলাম্‌ মা-তাশকুরূন। ১১। ওয়ালাক্বাদ্‌ খালাক্বনা-কুম ছুম্মা ছাওওয়ারনা-কুম ছুম্মা কুল্‌না- লিল মালা—ইকাতিস্‌
তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (১১) আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অতঃপর তোমাদের আকৃতি দিয়েছি এরপরে আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছি,

اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۠ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿١١﴾

জুদূ লিআ-দামা ফাসাজাদূ~ইল্লা~ইব্‌লীস ; লাম ইয়াকুম মিনাস্‌ সা-জ্বিদীন।
তোমরা আদমকে সিজদা কর। তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করেছে। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي

১২। ক্বা-লা মা- মানা'আকা আল্লা- তাস্জুদা ইয্ আমারতুক ; ক্বা-লা আনা খাইরুম্ মিনহু, খালাক্বতানী

(১২) আল্লাহ বললেন, যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিলাম, তখন কিসে তোমাকে সিজদা থেকে বিরত রাখল? সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি

مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٣﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ

মিন্ না-রিওঁ ওয়া খালাক্বতাহূ মিন্ ত্বীন। ১৩। ক্বা-লা ফাহ্বিত্ব মিন্হা- ফামা- ইয়াকূনু লাকা আন্ তাতাকাব্বারা

আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।" (১৩) আল্লাহ বললেন, তুমি এখান থেকে নেমে যাও। এখানে বসে তোমার অহমিকা

فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٤﴾ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٥﴾

ফীহা- ফাখ্রুজ্ ইন্নাকা মিনাস্ স্বা-গিরীন। ১৪। ক্বা-লা আন্যিরনী~ইলা-ইয়াওমি ইয়ুব্'আছূন।

করার কোন অধিকার নেই। সুতরাং বের হও, নিশ্চয়ই তুমি নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। (১৪) সে বলল, আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সুযোগ দিন।

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٦﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ

১৫। ক্বা-লা ইন্নাকা মিনাল মুন্যারীন। ১৬। ক্বা-লা ফাবিমা~আগ্ওয়াইতানী লাআক্ব'উদান্না লাহুম

(১৫) আল্লাহ বললেন, যাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছে নিশ্চয়ই তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে। (১৬) সে বলল, আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, এ কারণে আমি ও আপনার

صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

স্বিরা-ত্বাকাল মুস্তাক্বীম। ১৭। ছুম্মা লাআ-তিইয়ান্নাহুম মিম্ বাইনি আইদীহিম ওয়া মিন্ খাল্ফিহিম

বান্দাদের (পথভ্রষ্ট করার) জন্য সরল পথে বসে থাকব। (১৭) অতঃপর আমি তাদের নিকট তাদের সামনে থেকে, পিছন থেকে, ডান

وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ اخْرُجْ

ওয়া 'আন্ আইমা-নিহিম ওয়া 'আন্ শামা—ইলিহিম ; ওয়ালা-তাজিদু আকছারাহুম শা-কিরীন। ১৮। ক্বা-লাখ্ রুজ্

দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে আসব আর আপনি তাদের অনেককেই কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৮) আল্লাহ বললেন, তুমি এখান থেকে

مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

মিন্হা- মায্উমাম্ মাদ্হূরা- ; লামান্ তাবি'আকা মিন্হুম লাআমলাআন্না জ্বাহান্নামা মিনকুম আজ্মা'ঈন।

লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও। তাদের মধ্য হতে যে কেউ তোমার অনুসরণ করবে আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করব।

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

১৯। ওয়া ইয়া~আ-দামুস্ কুন্ আন্তা ওয়া যাওজুকাল জ্বান্নাতা ফাকুলা- মিন্ হাইছু শি'তুমা- ওয়ালা- তাক্বরাবা-

(১৯) আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তোমরা উভয়ে খাও, যেখান থেকে ইচ্ছা কর এবং এ বৃক্ষের নিকটেও যাবে না,

هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ

হা-যিহিশ্ শাজ্বারাতা ফাতাকূনা- মিনায্ যা-লিমীন। ২০। ফাওয়াস্ ওয়াসা লাহুমাশ্ শাইত্বা-নু লিইয়ুব্দিয়া

(যদি যাও) তবে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (২০) অতঃপর শয়তান তাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল, যাতে প্রকাশ করে দেয় তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের উভয়ের

لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ

লাহুমা- মা- উরিয়া 'আন্হুমা- মিন্ সাওআ-তিহিমা- ওয়া ক্বা-লা মা- নাহা-কুমা- রাব্বুকুমা- 'আন্ হা-যিহিশ্ শাজ্বারাতি

হতে গোপন রাখা হয়েছিল। আর বলল, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উভয়কে এ বৃক্ষের (কাছে যাওয়ার) ব্যাপারে শুধু এজন্য নিষেধ করেছেন, যাতে

اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢١﴾ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ

ইল্লা~আন্ তাকূনা- মালাকাইনি আও তাকূনা- মিনাল খা-লিদীন। ২১। ওয়া ক্বা-সামাহুমা~ইন্নী লাকুমা- লামিনান্

তোমরা উভয়ই আবার না ফিরিশতা হয়ে যাও অথবা তোমরা স্থায়ী হয়ে যাও। (২১) আর সে তাদের উভয়ের কাছে কসম খেয়ে বলল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের

النّٰصِحِيْنَ ﴿٢٢﴾ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا

না-স্বিহীন। ২২। ফাদাল্লা-হুমা- বিগুরূর, ফালাম্মা- যা-ক্বাশ্ শাজ্বারাতা বাদাত্ লাহুমা- সাওআ-তুহুমা-

হিতাকাঙ্ক্ষী। (২২) এভাবে সে তাদেরকে ধোঁকার দ্বারা নীচে নিয়ে আসল। অতঃপর যখন উভয়েই বৃক্ষ (ফলের) স্বাদ গ্রহণ করল, তখন প্রকাশ হয়ে গেল,

وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ

ওয়া ত্বাফিক্বা- ইয়াখ্স্বিফা-নি 'আলাইহিমা- মিওঁ ওয়ারাক্বিল জ্বান্নাহ ; ওয়া না-দা-হুমা- রাব্বুহুমা~আলাম্ আন্হাকুমা- 'আন্

তাদের লজ্জাস্থান এবং তারা বেহেশতের পাতা দ্বারা (তাদের লজ্জাস্থান) ঢাকতে লাগল। আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে

تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٣﴾ قَالَا رَبَّنَا

তিলকুমাশ্ শাজ্বারাতি ওয়া আকুল্ লাকুমা ~ইন্নাশ্ শাইত্বা-না লাকুমা- 'আদুওউম্ মুবীন। ২৩। ক্বা-লা- রাব্বানা-

এ বৃক্ষ সম্পর্কে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (২৩) তারা উভয়েই বলল, হে আমাদের প্রতিপালক!

ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ٜ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

যালাম্না~আন্ফুসানা-, ওয়া ইল্লাম তাগ্ফির্লানা- ওয়া তার্হাম্না- লানাকূনান্না মিনাল খা-সিরীন।

আমরা আমাদের আত্মার উপর জুলুম করেছি, তুমি যদি ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হয়ে যাব।

﴿٢٤﴾ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ

২৪। ক্বা-লাহ্ বিতূ বা'দুকুম লিবা'দ্বিন 'আদুওউ, ওয়া লাকুম্ ফিল্ আরদ্বি মুস্তাক্বার্রুওঁ ওয়া মাতা-'উন

(২৪) আল্লাহ বললেন, তোমরা নেমে যাও একে অন্যের শত্রুরূপে এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান এবং ভোগের সামগ্রী রয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের

২ ৯ রুকূ

اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰبَنِيْٓ

ইলা- হ্বীন। ২৫। ক্বা-লা ফীহা- তাহ্ইয়াওনা ওয়া ফীহা- তামূতূনা ওয়া মিন্হা- তুখ্রাজূন। ২৬। ইয়া-বানী~

জন্য। (২৫) তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন অতিবাহন করবে এবং সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের পুনরুত্থান হবে। (২৬) হে

○ টীকা (আঃ ২১) ঃ অর্থাৎ, ধূর্ত শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিল যে, আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতে স্থায়ীভাবে রাখতে চান না। একারণে এ বৃক্ষফল খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ এ বৃক্ষফল যে ভক্ষণ করে সে ফিরিশতা হয়ে যায় অথবা জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে থেকে যায়। এভাবে তাদেরকে প্রভাবিত করলো। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৬) ঃ وريشا ঃ (শোভাময় পোশাক) সাজ-সজ্জার জন্য মানুষ যে পোশাক পরিধান করে তাকে ريش বলে। আল্লাহ মানুষদেরকে দু' প্রকারের পোশাক দিয়েছেন। (১) লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য পোশাক। (২) শরীরের শোভা বৃদ্ধির জন্য এক প্রকার পোশাক।

اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۭ وَلِبَاسُ

আ-দামা ক্বাদ্ আন্‌যাল্‌না- 'আলাইকুম লিবা-সাইঁ ইউওয়া-রী সাওআ-তিকুম ওয়া রীশা- ; ওয়া লিবা-সুত্

বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য প্রেরণ করেছি পোশাক, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে। আর প্রেরণ করেছি শোভাময় পোশাক।

التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ يٰبَنِىْٓ

তাক্বওয়া- যা-লিকা খাইর ; যা-লিকা মিন্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি লা'আল্লাহুম ইয়ায্‌যাক্কারূন। ২৭। ইয়া-বানী~

পরহেজগারী পোশাকই সর্বোত্তম। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (২৭) হে বনী আদম!

اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا

আ-দামা লা-ইয়াফ্‌তিনান্নাকুমুশ্ শাইত্বা-নু কামা~আখ্‌রাজা আবাওয়াইকুম্ মিনাল জান্নাতি ইয়ান্‌যি'উ 'আন্‌হুমা-

শয়তান যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে, যেভাবে সে বের করে দিয়েছিল তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে, (এমন অবস্থায়) যে তাদের পোশাক পর্যন্ত

لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۭ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۭ

লিবা-সাহুমা- লিউরিয়াহুমা- সাওআ- তিহিমা-; ইন্নাহূ ইয়ারা-কুম হুওয়া ওয়া ক্বাবীলুহূ মিন্ হাইছু লা-তারাওনাহুম ;

তাদের থেকে নামিয়ে দিয়েছিল, যাতে তাদের লজ্জাস্থান তাদেরকে দেখিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই সে এবং তার দল তোমাদেরকে দেখে এমন স্থান থেকে যে স্থান থেকে

اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً

ইন্না- জ্বা'আলনাশ্ শাইয়া-ত্বীনা আওলিয়া—আ লিল্লাযীনা লা-ইয়ু'মিনূন। ২৮। ওয়া ইযা- ফা'আলূ ফা-হিশাতান্

তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু নির্ধারণ করেছি যারা ঈমান আনে না। (২৮) যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে,

قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَاۗءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ۭ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ

ক্বা-লূ ওয়াজাদনা-'আলাইহা~আ-বা—আনা-ওয়াল্লা-হু আমারানা-বিহা-; কুল ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়া'মুরু

তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এর উপর পেয়েছি। আর আল্লাহও আমাদেরকে এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি বলুন, আল্লাহ কখনই

بِالْفَحْشَاۗءِ ۭ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۣ

বিল্ ফাহ্‌শা—ই ; আতাকূলূনা 'আলাল্লা-হি মা-লা- তা'লামূন। ২৯। কুল আমারা রাব্বী বিল্ ক্বিস্‌ত্বি

অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলতেছ, যে সম্পর্কে তোমরা জান না? (২৯) বলুন, আমার প্রতিপালক ন্যায় বিচারের নির্দেশ

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ڛ

ওয়া আক্বীমূ উজূহাকুম 'ইন্‌দা কুল্লি মাস্‌জ্বিদিওঁ ওয়াদ্'উহু মুখ্‌লিস্বীনা লাহুদ্ দীন ;

দিয়েছেন এবং প্রত্যেক সিজদার সময় তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল সোজা রাখবে এবং তাঁরই ইবাদাতের জন্য একাগ্রতার সাথে তাঁকে ডাকবে। আল্লাহ

كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿٣٠﴾ فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۭ اِنَّهُمُ

কামা- বাদাআকুম তা'উদূন। ৩০। ফারীক্বান্ হাদা- ওয়া ফারীক্বান্ হাক্কা 'আলাইহিমুদ্দালা-লাহ ; ইন্নাহুমুত্

তোমাদেরকে প্রথমে যে ভাবে সৃষ্টি করেছেন সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করবে। (৩০) একদলকে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন আর অন্যদলের উপর পথভ্রষ্টতা

اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

তাখাযুশ্ শাইয়া-ত্বীনা আওলিয়া—আ মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়া ইয়াহ্সাবূনা আন্নাহুম মুহ্তাদূন।

অবধারিত করা হয়েছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তারা ধারণা করতো যে, নিশ্চয়ই তারা সঠিক পথে রয়েছে।

﴿٣١﴾ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ

৩১। ইয়া-বানী~আ-দামা খুযূ যীনাতাকুম 'ইন্দা- কুল্লি মাস্জিদিঁও ওয়া কুলূ ওয়াশরাবূ ওয়ালা- তুস্রিফূ,

(৩১) হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় তোমাদের সুন্দর পোশাক পরিধান কর এবং খাও ও পান কর কিন্তু তোমরা অপচয় করো না।

৩ ع ১০ রুকূ

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٢﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ

ইন্নাহূ লা-ইয়ুহিব্বুল মুস্রিফীন। ৩২। কুল মান্ হার্রামা যীনাতাল্লা-হিল লাতী~আখ্রাজা লি'ইবা-দিহী

নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালাবাসেন না। (৩২) আপনি বলুন, কে নিষিদ্ধ করেছে, আল্লাহর সেই শোভনীয় বস্তু এবং

وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً

ওয়াত্ত্বাইয়িবা-তি মিনার্ রিযক্ব ; কুল হিয়া লিল্লাযীনা আ-মানূ ফিল্ হাইয়া-তিদ্ দুনইয়া-খা-লিস্বাতাঁই

খাদ্য দ্রব্যের পবিত্র বস্তু যা তিনি তাঁর বান্দার জন্য সৃষ্টি করেছেন? বলুন, এসব মু'মিনদের জন্য পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে

يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ

ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ, কাযা-লিকা নুফাস্বস্বিলুল আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিঁই ইয়া'লামূন। ৩৩। কুল ইন্নামা- হার্রামা রাব্বি

কিয়ামতের দিনে। এভাবে আমি জ্ঞানীদের জন্য আয়াতকে বিস্তারিত বর্ণনা করি। (৩৩) বলুন, আমার প্রতিপালক

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ

য়াল্ ফাওয়া-হিশা মা-যাহারা মিন্হা- ওয়া মা- বাত্বানা ওয়াল্ ইছ্মা ওয়াল্ বাগ্ইয়া বিগাইরিল হাক্কি ওয়া আন

নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অপকর্ম, গুনাহ এবং অন্যায়ভাবে অত্যাচার এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে

تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

তুশ্রিকূ বিল্লা-হি মা-লাম ইউনায্যিল বিহী সুল্ত্বা-নাওঁ ওয়া আন্ তাকূলূ 'আলাল্লা-হি মা-লা- তা'লামূন।

শরীক করা, যার কোন প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেন নি এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব কথা বলা, যে ব্যাপারে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

﴿٣٤﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

৩৪। ওয়া লিকুল্লি উম্মাতিন আজাল, ফাইযা- জা—আ আজালুহুম লা-ইয়াস্তা'খিরূনা সা-'আতাওঁ ওয়ালা- ইয়াস্ তাক্বদিমূন।

(৩৪) প্রত্যেক জাতির জন্যই একটি নির্ধারিত সময় আছে। যখন তাদের সে নির্ধারিত সময় এসে যাবে তখন মুহূর্তকালও পিছে হটতে পারবে না এবং সামনে অগ্রসরও হতে পারবে না।

✪ শানে নুযূল (আঃ ৩১) ঃ বনী ছক্বীফ এবং কোন কোন মুশরিক সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘরের তওয়াফ করত, আর বনী আমের গোত্রের লোকের ইহরামের অবস্থায় ঘৃত ও মাংস আহার করত না এবং এটিকে ইবাদত ও তা'যীম বলে মনে করতো,, মুসলমানগণ হুযূর (স)-কে বললেন, এই তা'যীম করা আমাদের জন্যই তো অধিক সঙ্গত। আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করলেন। (বঃ কোঃ) ✪ শানে নুযূল (আঃ ৩২) ঃ ......قل من حرم ঃ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, জাহেলগণ (অশিক্ষিতরা) কতিপয় হালাল বস্তু নিজেদের উপর হারাম করেছিল এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى

৩৫। ইয়া-বানী~আ-দামা ইম্মা- ইয়া'তিইয়ান্নাকুম রুসুলুম্ মিন্কুম ইয়াক্বস্সূনা 'আলাইকুম আ-ইয়া-তী ফামানিত্তাক্বা

(৩৫) হে বনী আদম! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল এসে তোমাদের কাছে আমার আয়াত বর্ণনা করেন, তখন যে পরহেজগারী

وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

ওয়া আস্বলাহা ফালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্যানূন। ৩৬। ওয়াল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-

অবলম্বন করবে এবং নিজকে সংশোধন করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা। (৩৬) আর যারা আমার আয়াতকে

وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ فَمَنْ

ওয়াস্ তাকবারূ 'আন্হা~উলা—ইকা আস্বহা-বুন্ না-র, হুম ফীহা- খা-লিদূন। ৩৭। ফামান্

মিথ্যা বলে এবং অহমিকার সাথে অমান্য করে, তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (৩৭) সে ব্যক্তির চেয়ে বড়

اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۭ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ

আয্লামু মিম্ মানিফ্ তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান আও কায্যাবা বিআ-ইয়া-তিহ্ ; উলা—ইকা ইয়ানা-লুহুম

অত্যাচারী আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে বা তাঁর আয়াতকে মিথ্যা বলে? তাদের ভাগ্যে যা কিছু লিখা আছে

نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ

নাস্বীবুহুম মিনাল কিতা-ব ; হাত্তা~ইযা- জা—আত্হুম রুসুলুনা- ইয়াতাওয়াফ্ফাওনাহুম ক্বা-লূ~আইনা

তা তাদের কাছে পৌঁছবে। এমনকি তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ যখন তাদের আত্মা বের করে নেয়ার জন্য আসবে, তখন তারা বলবে, তারা

مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

মা- কুন্তুম তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হ ; ক্বা-লূ দ্বাল্লূ 'আন্না- ওয়াশাহিদূ 'আলা~আন্ফুসিহিম

এখন কোথায় যাদেরকে তোমরা ডাকতে আল্লাহকে ছেড়ে? তারা বলবে, আমাদের থেকে তারা উধাও হয়ে গেছে এবং তারা নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য

اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝ قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ

আন্নাহুম কা-নূ কা-ফিরীন। ৩৮। ক্বা-লাদ্খুলূ ফী~উমামিন্ ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাবলিকুম্ মিনাল

দিবে যে, নিশ্চয়ই তারা কাফির ছিল। (৩৮) আল্লাহ বলবেন, জ্বীন ও মানুষের মধ্য হতে যে দল তোমাদের পূর্বে (জাহান্নামে) চলে গেছে,

الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ۭ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ۭ حَتّٰٓى اِذَا

জ্বিন্নি ওয়াল্ ইন্সি ফিন্ না-র ; কুল্লামা- দাখালাত্ উম্মাতুল লা'আনাত উখ্তাহা-; হাত্তা~ইযাদ্

তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর। যখনই কোন (কাফির) দল (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে, তখনই অন্য (কাফির) দলকে তারা অভিসম্পাত কর। এমনকি যখন

ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَاۗءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ

দা-রাকূ ফীহা- জামী'আন ক্বা-লাত্ উখ্রা-হুম লিউলা-হুম রাব্বানা- হা~উলা—ই আদ্বাল্লূনা- ফাআ-তিহিম

সবাই সেখানে মিলিত হবে, তখন তাদের পিছনের লোকেরা আগের লোকগুলো সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ লোকগুলোই পথভ্রষ্ট করেছিল।

عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَقَالَتْ

'আযা-বান্ দ্বি'ফাম্ মিনান্ না-র ; ক্বা-লা লিকুল্লিন্ দ্বি'ফুঁও ওয়ালা-কিল্ লা-তা'লামূন। ৩৯। ওয়া ক্বা-লাত্

সুতরাং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। আল্লাহ বলবেন, সকলের জন্যই দ্বিগুণ (শাস্তি) রয়েছে। কিন্তু তোমরা তো জান না। (৩৯) এবং তাদের আগের

اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ

উলা-হুম লিউখ্রা-হুম ফামা- কা-না লাকুম 'আলাইনা- মিন্ ফাদ্বলিন্ ফাযূকুল 'আযা-বা

লোকগুলো পিছনের লোকদেরকে বলবে, আমাদের উপর তোমাদের কোন প্রাধান্য নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের

৪ ع ৮ ১১ রুকূ

بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٤٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا

বিমা-কুন্তুম তাক্সিবূন। ৪০। ইন্নাল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- ওয়াস্তাক্বারূ 'আন্হা-

শাস্তি উপভোগ কর। (৪০) নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে এবং অহংকারে থেকে মুখ ফিরায়,

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ

লা-তুফাত্তাহু লাহুম আবওয়া-বুস্ সামা—ই ওয়ালা- ইয়াদ্খুলূনাল জ্বান্নাতা হাত্তা- ইয়ালিজ্বাল জ্বামালু ফী

তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না উট প্রবেশ করে

سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ

সাম্মিল্ খিয়া-ত্ব ; ওয়া কাযা-লিকা নাজ্বযিল মুজ্বরিমীন। ৪১। লাহুম্ মিন্ জ্বাহান্নামা মিহা-দুঁও

সূঁচের ছিদ্র দিয়ে। এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদানকরব। (৪১) তাদের জন্য হবে জাহান্নামের (অগ্নির) শয্যা,

وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

ওয়ামিন্ ফাওক্বিহিম গাওয়া-শ ; ওয়া কাযা-লিকা নাজ্বযিয্ যা-লিমীন। ৪২। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব

এবং তার উপরে হবে (জাহান্নামের) চাদর। আর আমি এভাবেই অত্যাচারীদের শাস্তি দিব। (৪২) যারা ঈমান আনে এবং নেক

الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ۫ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ

স্বা-লিহা-তি লা- নুকাল্লিফু নাফ্সান ইল্লা উস্'আহা~উলা—ইকা আস্বহ্বা-বুল জ্বান্নাহ, হুম

আমল করে, কারো উপর আমি তার সাধ্যের বহির্ভূত কোন কাজ দেই না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা

فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ

ফীহা- খা-লিদূন। ৪৩। ওয়া নাযা'না- মা-ফী স্বুদূরিহিম্ মিন্ গিল্লিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহিমুল

চিরদিন থাকবে। (৪৩) আমি তাদের অন্তর হতে সে বিদ্বেষ দূর করে দিব। তাদের তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে,

○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ এর মর্ম এই যে, সূচের ছিদ্র দিয়ে বহির্গমন, উটের পক্ষে যদ্রূপ অসম্ভব কাফিরদের পক্ষে বেহেশতে প্রবেশ তদ্রূপ অসম্ভব।

○ টীকা (আঃ ৪৩) ঃ ونزعنا.......من غل – (অন্তর হতে বিদ্বেষ দূর করব) বিদ্বেষ যা অন্তরে বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীগণকে জান্নাতে এ নেয়ামতও দান করবেন যে, তাঁদের অন্তর থেকে বিদ্বেষ দূর করে দিবেন। ফলে জান্নাতীদের একে অপরের প্রতি কোন হিংসা ও বিদ্বেষ থাকবেনা। তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ থাকবে। অথবা– জান্নাতীদের মধ্যে যে পদ-মর্যাদায় পার্থক্য হবে, সে ব্যাপারে কারো কোন বিদ্বেষ থাকবে না। (কুঃ কারীম)

الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ

আন্‌হা-র, ওয়া ক্বা-লুল্ হ্বাম্‌দু লিল্লা-হিল্‌লাযী হাদা-না- লিহা-যা-, ওয়া মা- কুন্না-লিনাহ্‌তাদিয়া
তারা বলবে, প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। আমরা কখনো সঠিক পথ পেতাম না যদি আল্লাহ আমাদেরকে

لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۗ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ

লাওলা~আন্ হাদা-নাল্লা-হ, লাক্বাদ্ জ্বা—আত্ রুসুলু রাব্বিনা-বিল্ হ্বাক্বক্ব ; ওয়া নূদূ~আন্ তিলকুমুল
সঠিক পথ প্রদর্শন না করতেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল সত্য বাণীসহ এসেছিলেন, এবং তাদেরকে ডেকে বলা হবে

الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ

জ্বান্নাতু উরিছ্‌তুমূহা- বিমা- কুন্‌তুম তা'মালূন। ৪৪। ওয়া না-দা~আস্বহ্বা-বুল্ জ্বান্নাতি
তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হলো, তোমাদের আমলের কারণে। (৪৪) আর জান্নাতীগণ

● তিন চতুর্থাংশ

اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا

আস্বহ্বা-বান্ না-রি আন্ ক্বাদ্ ওয়াজ্বাদ্‌না- মা-ওয়া'আদানা- রাব্বুনা- হ্বাক্বক্বান্ ফাহাল্ ওয়াজ্বাদ্‌তুম্ মা-
জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা আমরা যথাযথভাবেই পেয়েছি, তোমরা কি যথাযথভাবে

وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۗ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ

ওয়া'আদা রাব্বুকুম হ্বাক্বক্বা- ; ক্বা-লূ না'আম, ফাআয্‌যানা মুআয্‌যিনুম্ বাইনাহুম আল্ লা'নাতুল্লা-হি
পেয়েছ, তোমাদের প্রতিপালক যার ওয়াদা দিয়েছিলেন? তারা বলবে, হ্যাঁ; অতঃপর একজন ঘোষণাকারী তাদের মাঝে ঘোষণা করবে, আল্লাহর অভিশাপ

عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ

'আলায্ যা-লিমীন। ৪৫। আল্‌লাযীনা ইয়াস্বুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ওয়া ইয়াবগূনাহা- 'ইওয়াজ্বা-
অত্যাচারীদের উপর। (৪৫) যারা আল্লাহর রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করতো এবং তাতে কুটিলতা অন্বেষণ করতো এবং তারা

وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ

ওয়া হুম্ বিল আ-খিরাতি কা-ফিরূন। ৪৬। ওয়া বাইনাহুমা- হ্বিজ্বা-ব, ওয়া 'আলাল্ আ'রা-ফি রিজ্বা-লুই
পরকালেও অবিশ্বাসী ছিল। (৪৬) তাদের (দু' দলের) মাঝে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আ'রাফে অনেক লোক থাকবে,

৯ ওয়াক্ফে লাযেম

يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰىهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ

ইয়া'রিফূনা কুল্লাম বিসীমা-হুম, ওয়া না-দাও আস্বহ্বা-বাল জ্বান্নাতি আন্ সালা-মুন 'আলাইকুম,
তারা তাদের প্রত্যেককে তার লক্ষণ দেখে চিনবে এবং জান্নাতীগণকে ডেকে বলবে, "তোমাদের উপর শান্তি হোক।"

✪ টীকা (আঃ ৪৪) ঃ 'তোমাদের আমলের কারণে' বাক্য হতে বুঝা যায়, মানুষের আমলই বেহেশত প্রাপ্তির কারণ। অথচ হাদীসে দেখা যায়, খোদার রহমতেই মানুষ বেহেশত পাবে। এর অর্থ এই যে, আয়াতটিতে বাহ্যিক কারণের কথা বলা হয়েছে। আর হাদীসে মূল কারণের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমল বেহেশত লাভের বাহ্যিক কারণ, আর খোদার রহমত তার মূল কারণ। ✪ **বিশ্লেষণ (আঃ ৪৬)** ঃ اعراف - এর অর্থ উচ্চস্থান। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীর 'আরাফ' নামে অভিহিত। ✪ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ বেহেশত ও দোযখের মধ্যস্থল তাদের ব্যবধান নির্ধারক একটি টিলাকে আ'রাফ বলে। এটা সাদা মেশকের চেয়েও উচ্চ। এখানে অনেক লোক অবস্থানরত থাকবে। বিশুদ্ধ মত এই যে, যাদের নেকী ও বদীর পাল্লা সমান হবে তারা এখানে অবস্থান করবে। এখান হতে তারা বেহেশতীদের ও দোযখীদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে।

لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَٰرُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَٰبِ

লাম্ ইয়াদ্খুলূহা- ওয়াহুম ইয়াত্বমা'ঊন। ৪৭। ওয়া ইযা- স্বুরিফাত্ আব্স্বা-রুহুম তিল্ক্বা—আ আস্বহ্বা-বিন্

তারা (আ'রাফ বাসীগণ) এখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি কিন্তু কামনা করছে। (৪৭) যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের উপর পড়বে,

৫ ع ৮ ১২ রুকূ

النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ ﴿٤٨﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَٰبُ

না-রি ক্বা-লূ রাব্বানা- লা-তাজ্'আলনা- মা'আল্ ক্বাওমিয্ য্বা-লিমীন। ৪৮। ওয়ানা-দা~আস্বহ্বা-বুল্

তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত করবেন না। (৪৮) আ'রাফবাসীগণ

الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَٰهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ

আ'রা-ফি রিজ্বা-লাঈ ইয়া'রিফূনাহুম্ বিসীমা-হুম ক্বা-লূ মা~আগ্না- 'আন্কুম জ্বাম্'উকুম

যাদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনবে, তাদেরকে ডেকে বলবে, "তোমাদের দলবল এবং অহমিকা তোমাদের

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ

ওয়ামা-কুন্তুম তাস্তাকবিরূন। ৪৯। আহা~উলা—ইল্ লাযীনা আক্বসাম্তুম লা-ইয়ানা-লুহুমুল্লা-হু

কোন কাজে আসেনি। (৪৯) এরা কি সেসব লোক যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি

بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٥٠﴾ وَنَادَىٰ

বিরাহ্মাহ ; উদ্খুলুল জ্বান্নাতা লা- খাওফুন 'আলাইকুম ওয়ালা~আন্তুম তাহ্যানূন। ৫০। ওয়া না-দা~

রহমত করবেন না। (এদেরকেই বলা হবে) জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা বিষণ্ণও হবে না। (৫০) এবং জাহান্নামবাসীরা

أَصْحَٰبُ النَّارِ أَصْحَٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا

আস্বহ্বা-বুন্ না-রি আস্বহ্বা-বাল জ্বান্নাতি আন্ আফীদ্বূ 'আলাইনা- মিনাল মা—ই আও মিম্মা-

জান্নাতবাসীগণকে ডেকে বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা তোমাদেরকে আল্লাহ যে খাদ্য

رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَٰفِرِينَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ

রাযাক্বাকুমুল্লা-হ ; ক্বা-লূ~ইন্নাল্লা-হা হ্বাররামাহুমা- 'আলাল্ কা-ফিরীন। ৫১। আল্লাযীনাত্

বস্তু দিয়েছেন তার থেকে কিছু দাও। তারা বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দুটি কাফিরদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, (৫১) যারা তাদের

اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ

তাখাযূ দীনাহুম লাহ্ওয়াওঁ ওয়া লা'ইবাওঁ ওয়া গাররাত্ হুমুল হ্বাইয়া-তুদ্ দুন্ইয়া, ফাল্ ইয়াওমা নান্সা-হুম

দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়েছিল এবং এ পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল আজ আমি তাদেরকে ভুলে যাব,

كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ

কামা-নাসূ লিক্বা—আ ইয়াওমিহিম হা-যা- ওয়া মা- কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা-ইয়াজ্হ্বাদূন। ৫২। ওয়া লাক্বাদ্

যেভাবে তারা ভুলে গিয়েছিল এ দিনের সম্মুখীন হওয়াকে এবং যেভাবে তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। (৫২) নিশ্চয় আমি তাদের কাছে

جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

জি'না-হুম্ বিকিতা-বিন ফাস্বস্বালনা-হু 'আলা- 'ইল্মিন হুদাওঁ ওয়া রাহ্‌মাতাল্ লিক্বাওমিইঁ ইয়ু'মিনূন।
এমন এক কিতাব পৌছিয়েছি যা আমি পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। যা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

۝٥٣ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ

৫৩। হাল্ ইয়ান্‌যুরূনা ইল্লা- তা'বীলাহ ; ইয়াওমা ইয়া'তী তা'বীলুহূ ইয়াক্বূলুল্লাযীনা নাসূহু মিন্
(৫৩) তারা কি এখন শুধু পরিণাম প্রকাশের অপেক্ষা করছে? যেদিন তার শেষ পরিণাম প্রকাশ হবে, সেদিন যারা পূর্বে একে ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে,

قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ

ক্বাবলু ক্বাদ্ জা—আত্ রুসুলু রাব্বিনা- বিল্‌হাক্বক্ব, ফাহাল্ লানা-মিন্ শুফা'আ—আ ফাইয়াশ্‌ফা'উ লানা~
নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্যবাণীসহ এসেছিলেন। হায়! এখন কি আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী আছে, যিনি আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন।

اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ

আও নুরাদ্দু ফানা'মালা গাইরাল্লাযী কুন্না- না'মাল ; ক্বাদ্ খাসিরূ~আন্‌ফুসাহুম ওয়া দ্বাল্লা
অথবা আমাদেরকে পুনর্বার পৃথিবীতে ফিরে যেতে দেয়া হবে, যেন আমরা পূর্বে যে কাজ করতাম তার বিপরীত কাজ করতে পারি! নিশ্চয়ই তারা নিজদেরকে

عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝٥٤ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ ع ১৩ রুকু

'আন্‌হুম্ মা- কা-নূ ইয়াফ্‌তারূন। ৫৪। ইন্না রাব্বাকুমুল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি
ধ্বংস করেছে এবং যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করছিল তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (৫৪) আপনার প্রতিপালক এমন, যিনি আকাশ

وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۟ يُغْشِي الَّيْلَ

ওয়াল্ আর্‌দ্বা ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্ তাওয়া- 'আলাল্ 'আর্‌শ, ইয়ুগ্‌শিল্ লাইলান্
ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন

النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۢ بِاَمْرِهٖ ؕ

নাহা-রা ইয়াত্বলুবুহূ হাছীছাওঁ ওয়াশ্ শাম্‌সা ওয়াল্ ক্বামারা ওয়ান্ নুজূমা মুসাখ্‌খারা-তিম্ বিআমরিহ ;
করেন, যেন রাত দিনকে দ্রুতগতিতে অনুসন্ধান করে। তিনিই সূর্য, চন্দ্র এবং তারকাসমূহ সৃষ্টি করেছেন এমনভাবে যে, সবই তাঁর নির্দেশের অনুগত।

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٥٥ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا

আলা- লাহুল খাল্‌কু ওয়াল্ আম্‌র ; তাবা-রাকাল্লা-হু রাব্বুল 'আ-লামীন। ৫৫। উদ্'উ রাব্বাকুম তাদ্বার্‌রু'আওঁ
মনে রেখ, সৃষ্টি এবং নির্দেশ শুধু তাঁর জন্যই। বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ, খুবই বরকতময়। (৫৫) তোমরা অনুনয়ের সাথে এবং গোপনে তোমাদের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৪) ঃ فی ستة ايام ঃ সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী, ছয়দিনে জগত সৃষ্টি হয়েছে এবং তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবারে শেষ হয়। শনিবারে সৃষ্টির কাজ হয়নি। কোন আলিম বলেন, سبت অর্থ কর্তন করা। এ দিনে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এ দিনকে يوم السبت (শনিবার) বলা হয়। (তাঃ মাঃ কুরআন) ○ টীকা (আঃ ৫৪) ঃ على العرش - আর্‌শ শব্দের আভিধানিক অর্থ, ছাদ বিশিষ্ট কিছু, আরবদেশে ছাদ বিশিষ্ট হাওদাকে "আর্‌শ" বলে। রাজার আসন বুঝাতেও আর্‌শ শব্দটি ব্যবহার হয়। আল্লাহর আর্‌শ বলতে সৃষ্টির ব্যাপার বিষয়াদির পরিচালনা কেন্দ্র বুঝায়।– মুফতী আবদুহ

وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ

ওয়া খুফ্ইয়াহ ; ইন্নাহূ লা-ইয়ুহিব্বুল মু'তাদীন। ৫৬। ওয়ালা- তুফ্সিদূ ফিল্ আরদ্বি বা'দা

প্রতিপালককে ডাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। (৫৬) আর তোমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরে

إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

ইস্বলা-হিহা-ওয়াদ্'উহু খাওফাওঁ ওয়া তামা'আ; ইন্না রাহ্মাতাল্লা-হি ক্বারীবুম্ মিনাল মুহ্সিনীন।

সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না এবং তোমরা আল্লাহকে ডাক ভয় ও আশার সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহর করুনা পূন্যবানদের নিকটবর্তী।

﴿٥٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ

৫৭। ওয়া হুওয়াল্ লাযী ইউর্সিলুর্ রিয়া-হা বুশ্রাম্ বাইনা ইয়াদাই রাহ্মাতিহ ; হাত্তা~ইযা~আক্বাল্লাত্

(৫৭) তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রহমতের (বৃষ্টির) পূর্বে সুসংবাদবাহী হিসেবে বায়ু প্রেরণ করেন। যখন সে বায়ু ঘন মেঘ

سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ

সাহা-বান্ ছিক্বা-লান্ সুক্বনা-হু লিবালাদিম্ মাইয়্যিতিন ফাআন্যাল্না- বিহিল্ মা—আ ফাআখ্রাজ্না- বিহী মিন্ কুল্লিছ্

বয়ে আনে তখন তা আমি কোন শুষ্ক ভূমির দিকে চালিত করি, পরে এ (মেঘ) দ্বারা পানি বর্ষণ করি। অতঃপর সে (পানি) দ্বারা সব ধরনের ফল-ফলাদি

الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ

ছামারা-ত ; কাযা-লিকা নুখ্রিজুল মাওতা- লা'আল্লাকুম তাযাক্কারূন। ৫৮। ওয়াল্ বালাদুত্ব ত্বাইয়্যিবু

উৎপন্ন করি। এভাবে আমি জীবিত করব মৃতদেরকে, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার। (৫৮) এবং যে ভূমি উৎকৃষ্ট

يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ

ইয়াখ্রুজু নাবা-তুহূ বিইয্নি রাব্বিহ, ওয়াল্লাযী খাবুছা লা- ইয়াখ্রুজু ইল্লা- নাকিদা- ; কাযা-লিকা

তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তার ফসল সামান্যই উৎপন্ন হয়। এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ কৃতজ্ঞ

৭ ع ৫ ১৪ রুকূ

نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٩﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ

নুস্বার্রিফুল আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিই ইয়াশ্কুরূন। ৫৯। লাক্বাদ্ আর্সাল্না- নূহান ইলা- ক্বাওমিহী ফাক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি'

সম্প্রদায়ের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করি। (৫৯) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সুতরাং সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়!

O বিশ্লেষণ (আঃ ৫৫) ঃ لايحب المعتدين - এখানে সীমালংঘন দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এমন লোকের জন্য বদ-দোয়া করা, যে বদ-দোয়ার যোগ্য নয়। অথবা এমন জোরে দোয়া করা, যাতে "রীয়া" (প্রদর্শন) প্রকাশ পায়। অথবা এমন কিছু আল্লাহর কাছে চাওয়া, যা পাওয়ার সে যোগ্য নয়। যেমন- নবীদের মর্যাদা এবং আকাশে আরোহণ করা। (তাঃ কাদেরী)

O বিশ্লেষণ (আঃ ৫৭) ঃ رحمته - (রহমত) দ্বারা বৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বৃষ্টির শীতল বায়ু পরিচালিত করেন, যা বৃষ্টির জন্য সহায়ক। سحابا ثقالا (ঘনমেঘ) দ্বারা, পানি পূর্ণ মেঘকে বুঝানো হয়েছে। كل الثمرات - (সব ধরনের ফল-ফলাদি) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এমন সব ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেন, যার রং, স্বাদ, ঘ্রান ও গঠন বিভিন্ন ধরনের। কোনটির সাথে কোনটির মিল নেই।

O বিশ্লেষণ (আঃ ৫৮) ঃ والبلد الطيب - (উৎকৃষ্ট ভূমি) দ্বারা অতীব মেধাবী এবং "নিকৃষ্ট ভূমি" দ্বারা মেধাহীনকে বুঝানো হয়েছে। বা নসীহত কবুলকারী অন্তর এবং এর বিপরীত অন্তর বা মু'মিনের অন্তর এবং মুনাফিকের অন্তর। বা পবিত্র (নেক) মানুষ এবং অপবিত্র (পাপী) মানুষ।

মু'মিন, নেক ব্যক্তি অথবা নসীহত কবুলকারীর অন্তর বৃষ্টি গ্রহণকারী ভূমির ন্যায়; আল্লাহর আয়াত শুনে, ঈমান ও আমলের ব্যাপারে আরও দৃঢ় হয়। আর এর বিপরীত অন্তর (অর্থাৎ, মুনাফিকের অন্তর) শুষ্ক ভূমির ন্যায়। যে ভূমি পানিই গ্রহণ করে না, গ্রহণ যা করে তা নামে মাত্র। যাতে কিছু উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ, মুনাফিকের অন্তরে, নসীহত প্রবেশ করে না। ফলে তারা তা থেকে কোন উপকৃত হয় না। (কুঃ কারীম)

اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

বুদুল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন গাইরুহু ; ইন্নী~আখা-ফু 'আলাইকুম 'আযা-বা ইয়াওমিন

তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই। আমি ভয় করতেছি তোমাদের জন্য মহা

عَظِيْمٍ ﴿৬০﴾ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿৬১﴾ قَالَ يٰقَوْمِ

'আযীম। ৬০। ক্বা-লাল্ মালাউ মিন্ ক্বাওমিহী~ইন্না- লানারা-কা ফী দ্বালা-লিম মুবীন। ৬১। ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি

দিনের শাস্তির। (৬০) তাদের সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বলল, আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যেই দেখছি। (৬১) তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়!

لَيْسَ بِیْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿৬২﴾ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ

লাইসা বী দ্বালা-লাতুওঁ ওয়া লা-কিন্নী রাসূলুম্ মির রাব্বিল 'আ-লামীন। ৬২। উবাল্লিগুকুম রিসা-লা-তি

আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই। আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসূল। (৬২) আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি আমার প্রতিপালকের বাণী এবং

رَبِّیْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿৬৩﴾ اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ

রাব্বী ওয়া আন্‌স্বাহু লাকুম ওয়া আ'লামু মিনাল্লা-হি মা- লা-তা'লামূন। ৬৩। আওয়া 'আজিব্‌তুম আন্

তোমাদেরকে আমি উপদেশ দিচ্ছি আর তোমরা যা জান না আমি সেগুলো আল্লাহর তরফ থেকে জানি। (৬৩) তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছে যে, তোমাদের নিকট উপদেশ

جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ

জ্বা—আকুম যিকরুম্ মির রাব্বিকুম 'আলা- রাজুলিম্ মিন্‌কুম লিইয়ুন্‌যিরাকুম ওয়া লিতাত্তাক্বূ ওয়া লা'আল্লাকুম

এসেছে তোমাদের রবের থেকে এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে, যিনি তোমাদেরই মধ্য হতে একজন; যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে এবং যেন তোমরা সংযত হও এবং

تُرْحَمُوْنَ ﴿৬৪﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِی الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ

তুরহামূন। ৬৪। ফাকায্‌যাবূহু ফাআন্‌জ্বাইনা-হু ওয়াল্‌লাযীনা মা'আহূ ফিল্ ফুল্‌কি ওয়া আগ্‌রাক্বনাল্ লাযীনা

তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (৬৪) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল। আমি উদ্ধার করলাম তাঁকে এবং তার সাথীবর্গকে যারা তাঁর সাথে নৌকার মধ্যে ছিল এবং ডুবিয়ে দিলাম

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿৬৫﴾ وَاِلٰی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ ع ৮ ১৮ রুঃ

কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা ; ইন্নাহুম কা-নূ ক্বাওমান 'আমীন। ৬৫। ওয়া ইলা- 'আ-দিন আখা-হুম হূদা- ; ক্বা-লা

তাদেরকে যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে। নিশ্চয়ই তারা ছিল এক অন্ধ কওম। (৬৫) আর আমি আ'দ কওমের কাছে তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলল,

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿৬৬﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ

ইয়া-ক্বাওমি'বুদুল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন গাইরুহু ; আফালা- তাত্তাকূন। ৬৬। ক্বা-লাল্ মালাউল্লাযীনা

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই। তবুও তোমরা কি সতর্ক হবে না? (৬৬) তাদের সম্প্রদায়ের

كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿৬৭﴾ قَالَ

কাফারূ মিন্ ক্বাওমিহী ~ইন্না- লানারা-কা ফী সাফা-হাতিওঁ ওয়া ইন্না-লানাযুন্নুকা মিনাল কা-যিবীন। ৬৭। ক্বা-লা

কাফির নেতৃবৃন্দ বলল, আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখছি এবং তোমাকে আমরা একজন মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করি। (৬৭) তিনি বললেন,

يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اُبَلِّغُكُمْ

ইয়া-ক্বাওমি লাইসা বী সাফা-হাতুওঁ ওয়া লা-কিন্নী রাসূলুম্ মির রাব্বিল 'আ-লামীন। ৬৮। উবাল্লিগুকুম

হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসূল। (৬৮) আমি আমার প্রতিপালকের বাণী

رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ۝ اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ

রিসা-লা-তি রাব্বী ওয়া আনা-লাকুম না-স্বিহুন আমীন। ৬৯। আওয়া 'আজ্বিবতুম আন্ জা—আকুম যিক্রুম্ মির্

তোমাদের কাছে প্রচার করছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত উপদেশদাতা। (৬৯) তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এমন একজনের

رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۭ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ

রাব্বিকুম 'আলা- রাজুলিম্ মিনকুম লিইউন্যিরাকুম ; ওয়াযকুরূ~ইয্ জা'আলাকুম খুলাফা—আ মিম বা'দি ক্বাওমি

মাধ্যমে উপদেশবাণী এসেছে, যিনি তোমাদেরই একজন, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন নূহের

نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَاۗءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

নূহিওঁ ওয়া যা-দাকুম ফিল্ খাল্ক্বি বাস্বত্বাহ, ফাযকুরূ~আ-লা—আল্লা-হি লা'আল্লাকুম তুফ্লিহূন।

সম্প্রদায়ের পর এবং সৃষ্টির মধ্যে (বিস্তৃতি ও শক্তিতে) তোমাদেরকে অধিক সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সে অনুগ্রহসমূহ স্মরণ কর যাতে সফলকাম হতে পার।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاۗؤُنَا ۚ فَاْتِنَا

৭০। ক্বা-লূ~আজ্বি'তানা- লিনা'বুদাল্লা-হা ওয়াহ্দাহূ ওয়া নাযারা মা- কা-না ইয়া'বুদু আ-বা—উনা-, ফা'তিনা-

(৭০) তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা যেন শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করি এবং আমাদের পিতৃপুরুষ যার উপাসনা করতো তাকে বর্জন করি?

بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

বিমা- তা'ইদুনা~ইন্ কুনতা মিনস্ স্বা-দিক্বীন। ৭১। ক্বা-লা ক্বাদ্ ওয়াক্বা'আ 'আলাইকুম্ মির্ রাব্বিকুম

অতএব তুমি আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আমাদের সামনে উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৭১) বললেন, তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের

رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۭ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَاۗءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاۗؤُكُمْ

রিজ্সুওঁ ওয়া গাদ্বাব ; আ তুজ্বা-দিলূনানী ফী~আস্মা—ইন্ ছাম্মাইতুমূহা~আন্তুম্ ওয়া আ-বা—উকুম্

থেকে শাস্তি ও ক্রোধ নির্ধারিত হয়ে আছে, তোমরা কি আমার সাথে এমন কতগুলো নামের ব্যাপারে বিতর্ক করতে চাও যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষ স্থির করেছ

مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

মা- নাযযালাল্লা-হু বিহা- মিন্ সুল্ত্বান ; ফান্তাযিরূ~ইন্নী মা'আকুম্ মিনাল্ মুন্তাযিরীন।

এবং যে ব্যাপারে আল্লাহ কোনই প্রমাণ প্রেরণ করেন নি। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করতে থাক আর আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

✪ টীকা (আঃ ৭১) ঃ হূদ (আ) নিজ সম্প্রদায়কে আযাবের ভয় দেখালে তারা আযাবের দাবী করল। তিন বছর যাবত বৃষ্টি বন্ধ হয়ে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তৎকালে বিপদের সময় মুসলমান ও কাফির সকলে বর্তমান কা'বা ঘরে যেয়ে দো'আ করত। আ'দ সরদারগণ তথায় গিয়ে দো'আ করল। সঙ্গে সঙ্গে সাদা, কাল ও লাল তিন খণ্ড মেঘ দেখা দিল এবং আওয়াজ আসল, যেটি ইচ্ছা পছন্দ কর। তারা অধিক বৃষ্টির আশায় কাল মেঘ পছন্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে তা তাদের কাওমের দিকে চলল, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা দেশের দিকে দৌড়িয়ে গেল। এই মেঘ হতে প্রচণ্ডবেগে ঝড় আরম্ভ হয়ে সাত দিন আট রাত্রিতে সমগ্র কাওমকে ধ্বংস করে দিল। কেবল হূদ (আ) ও মুমেনগণ নিরাপদে রইলেন। (মুঃ কোঃ)

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ⑫

৭২। ফাআন্জাইনা-হু ওয়াল্লাযীনা মা'আহূ বিরাহ্মাতিম্ মিন্না- ওয়া ক্বাত্বা'না- দা-বিরাল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-
(৭২) অতঃপর আমি তাকে এবং তার সাথীদেরকে স্বীয় রহমত দ্বারা উদ্ধার করেছিলাম। আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল এবং ঈমানদার

وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ⑬ وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا

ওয়ামা-কা-নূ মু'মিনীন। ৭৩। ওয়া ইলা-ছামূদা আখা-হুম স্বা-লিহা-, ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি' বুদুল্
ছিল না তাদের নির্মূল করে দিলাম। (৭৩) এবং আমি সামুদের নিকট তাদের ভাই সোলিহকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়!

রুকূ ১৬ ৯

اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ

লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গাইরুহ ; ক্বাদ্ জ্বা—আত্কুম্ বাইয়্যিনাতুম্ মির রাব্বিকুম ; হা-যিহী না-ক্বাতু
আল্লাহর ইবাদাত কর তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ

ল্লা-হি লাকুম আ-ইয়াতাঁন ফাযারূহা-তা'কুল ফী~আরদ্বিল্লা-হি ওয়ালা- তামাস্সূহা-বিসূ—ইন্
এ আল্লাহর উষ্ট্রীটা– তোমাদের জন্য প্রমাণ। আল্লাহর যমীনে চরে খাওয়ার জন্য একে ছেড়ে দাও এবং একে মন্দভাবে স্পর্শ করো না।

فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑭ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ

ফাইয়া'খুযাকুম 'আযা-বুন আলীম। ৭৪। ওয়ায্কুরূ~ইয্ জ্বা'আলাকুম খুলাফা—আ মিম্ বা'দি 'আ-দিওঁ
করলে, তোমাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। (৭৪) আর স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত

وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ

ওয়া বাওওয়াআকুম ফিল আরদ্বি তাত্তাখিযূনা মিন্ সুহূলিহা- ক্বুস্বূরাওঁ ওয়া তান্হিতূনাল্ জ্বিবা-লা
করেছেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাসের ঠিকানা দিয়েছেন যে, তোমরা নরম মাটিতে প্রাসাদ গড়েছ ও পাহাড় কেটে

بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ⑮ قَالَ الْمَلَاُ

বুয়ূতা-, ফায্কুরূ~আ-লা—আল্লা-হি ওয়ালা- তা'ছাও ফিল আরদ্বি মুফ্সিদীন। ৭৫। ক্বা-লাল্ মালাউল্
ঘর তৈরী করেছ। সুতরাং আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা বিস্তার করো না। (৭৫) তার সম্প্রদায়ের

الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ

লাযীনাস্তাক্বারূ মিন্ ক্বাওমিহী লিল্লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফূ লিমান্ আ-মানা মিন্হুম আতা'লামূনা
অহংকারী নেতারা, সে সম্প্রদায়ের ঈমানদার গরীবদেরকে বলল, তোমরা কি জান যে,

اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ⑯ قَالَ الَّذِيْنَ

আন্না স্বা-লিহাম্ মুরসালুম মির্ রাব্বিহ ; ক্বা-লূ~ইন্না- বিমা~উর্সিলা বিহী মু'মিনূন। ৭৬। ক্বা-লাল্ লাযীনাস্
সালিহ তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত? তারা বলল, তাকে যা নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাসী। (৭৬) অহংকারীরা বলল,

اَسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِىْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ

তাকবারূ~ইন্না- বিল্লাযী~আ-মান্তুম্ বিহী কা-ফিরূন। ৭৭। ফা'আক্বারুন্ না-ক্বাতা ওয়া 'আতাও 'আন্
তোমরা যা বিশ্বাস করেছ আমরা তা অস্বীকার করি। (৭৬) অতঃপর তারা সে উষ্ট্রীকে মেরে ফেলল এবং অমান্য করল

اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٧﴾ فَاَخَذَتْهُمُ

আম্‌রি রাব্বিহিম ওয়া ক্বা-লূ ইয়া-স্বা-লিহ্'তিনা- বিমা- তা'ইদুনা~ইন্ কুন্তা মিনাল্ মুরসালীন। ৭৮। ফাআখাযাত্হুমুর্
তাদের প্রতিপালকের নির্দেশের এবং বলল, হে সালিহ! যদি তুমি সত্য রাসূল হয়ে থাক তবে তুমি যার ভয় প্রদর্শন করছ তা নিয়ে এস। (৭৮) অতঃপর তাদেরকে

الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ

রাজ্‌ফাতু ফাআস্বাহূ ফী দা-রিহিম জ্বা-ছিমীন। ৭৯। ফাতাওয়াল্লা- 'আন্হুম ওয়া ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি লাক্বাদ্
পাকড়াও করল ভূমিকম্প, ফলে স্বীয় ঘরে তারা উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো। (৭৯) অতঃপর তিনি (সালিহ) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে আমার সম্প্রদায়!

اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ۝

আব্‌লাগ্‌তুকুম রিসা-লাতা রাব্বী ওয়া নাস্বাহ্তু লাকুম ওয়ালা-কিল লা-তুহ্বিব্বূনান্ না-স্বিহীন।
আমি তো তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পাঠিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে উপদেশও দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা উপদেশ দাতাদেরকে পছন্দ করনি।

﴿٨٠﴾ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ

৮০। ওয়া লূত্বান ইয্ ক্বা-লা লিক্বাওমিহী~আতা'তূনাল ফা-হিশাতা মা- সাবাক্বাকুম বিহা- মিন আহ্বাদিম
(৮০) আমি লূতকেও প্রেরণ করেছিলাম। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের

مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨١﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ

মিনাল 'আ-লামীন। ৮১। ইন্নাকুম লাতা'তূনার্ রিজ্বা-লা শাহ্ওয়াতাম মিন্ দুনিন্ নিসা—ই ; বাল
পূর্বে জগতে কেউ করেনি। (৮১) তোমরা তো কামভাব পূরণের জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষের কাছে গমন কর। তোমরাতো

اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨٢﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ

আন্তুম ক্বাওমুম্ মুস্‌রিফূন। ৮২। ওয়ামা- কা-না জ্বাওয়া-বা ক্বাওমিহী~ইল্লা~আন ক্বা-লূ~আখ্‌রিজূহুম্ মিন্
সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। (৮২) উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় একথা ছাড়া আর কিছুই বলল না যে, "তাদের বের করে দাও তোমাদের

قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٣﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ز

ক্বার্‌ইয়াতিকুম, ইন্নাহুম উনা-সুই ইয়াতাত্বাহ্হারূন। ৮৩। ফাআনজ্বাইনা-হু ওয়া আহ্লাহূ~ইল্লাম রাআতাহূ
গ্রাম থেকে। এরা এমন লোক যারা খুব পবিত্র থাকতে চায় (৮৩) সুতরাং আমি তাঁকে ও তার পরিবারের লোকদেরকে উদ্ধার করেছিলাম। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ব্যতীত,

○ টীকা (আঃ ৮০) ঃ লূত (আ) সাদূম নামক স্থানের এবং উহার আশেপাশের আরও কয়েকটি জনপদের অধিবাসীদেরকে হেদায়ত করতে থাকেন। তথাকার লোকেরা মূর্তিপূজা তো করতই তদুপরি সেওয়াতাত করত। এই শিরক এবং ঘৃনিত কাজ হতে নিবৃত্ত থাকার জন্য লূত (আ) তাদেরকে উপদেশ দিলেন। তারা তাঁর উপদেশে কর্ণপাত করল না। অধিকন্তু তাঁকে দেশ হতে বিতাড়িত করার জন্য উদ্যত হল। সুতরাং আল্লাহ্ জিবরাইল (আ)-কে পাঠালেন, তিনি এসে গোটা জনপদটিকে আসমানের দিকে উঠিয়ে তথা হতে উল্টায়ে যমীনে ফেললেন, তার উপর আবার প্রস্তর বর্ষিত হল। লূতের (আ) এক স্ত্রী গোপনে কাফের ছিল। সে সহ গোটা কাওম ধ্বংস হল। লূত (আ) খোদার আদেশে আগেই মুমেনগণকে নিয়ে সরে পড়েছিলেন। (মুঃ কোঃ)

كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

কা-নাত মিনাল গা-বিরীন। ৮৪। ওয়া আমত্বারনা- 'আলাইহিম মাত্বারা- ; ফান্যুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল
সে ছিল ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৪) আমি তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, সুতরাং অপরাধীদের শেষফল কি হয়েছিল

الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ

মুজ্বরিমীন। ৮৫। ওয়া ইলা- মাদ্ইয়ানা আখা-হুম শু'আইবা- ; ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি'বুদুল্লা-হা মা- লাকুম্
তা দেখ। (৮৫) আর মাদায়েনবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর,

مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ

মিন ইলা-হিন গাইরুহ ; ক্বাদ্ জা—আত্কুম বাইয়্যিনাতুম্ মির্ রাব্বিকুম ফাআওফুল্ কাইলা ওয়াল্ মীযা-না
তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই। নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এসেছে, সুতরাং তোমরা মাপ ও

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۗ

ওয়ালা- তাব্খাসুন্ না-সা আশ্ইয়া-আহুম ওয়ালা- তুফ্সিদূ ফিল আরদ্বি বা'দা ইস্বলা-হিহা;
ওজন পূর্ণ করে দাও এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে না।

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ

যা-লিকুম খাইরুল্ লাকুম ইন কুনতুম্ মু'মিনীন। ৮৬। ওয়ালা- তাক্'উদূ বিকুল্লি স্বিরা-ত্বিন্ তূ'ইদূনা
এটা তোমাদের জন্য কল্যাণময়- যদি তোমরা মুমিন হও। (৮৬) তোমরা এ উদ্দেশ্যে পথে বসে থাকবে না যে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে

وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ

ওয়া তাস্দ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি মান্ আ-মানা বিহী ওয়া তাব্গূনাহা-'ইওয়াজ্বা-, ওয়াযকুরূ~ইয্
ধমক দিবে এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে তাদেরকে বাধা দিবে এবং তাতে দোষত্রুটি অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা (সংখ্যায়)

كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

কুন্তুম ক্বালীলান ফাকাছ্ছারাকুম, ওয়ানযুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল মুফ্সিদীন।
অল্প ছিলে, তখন আল্লাহ তোমাদেরকে (সংখ্যায়) বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবং লক্ষ্য কর, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল?

﴿٨٧﴾ وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِىْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ

৮৭। ওয়া ইন্ কা-না ত্বা—ইফাতুম্ মিনকুম্ আ-মানূ বিল্ লাযী~উর্সিলতু বিহী ওয়া ত্বা—ইফাতুল্ লাম
(৮৭) আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা যদি তোমাদের মধ্যে এক দল বিশ্বাস করে এবং অপর দল

يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

ইয়ু'মিনূ ফাস্বিরূ হাত্তা- ইয়াহ্কুমাল্লা-হু বাইনানা, ওয়া হুওয়া খাইরুল হা-কিমীন।
বিশ্বাস না করে তবে ধৈর্য ধর, যে পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের মাঝে ফয়সালা না করে দেন। তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

১০ ع ১৭ রুকূ